مختارات من السنة

নির্বাচিত হাদীস

দ্বিতীয় খণ্ড

৬০ টি হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয়

মূল আরবী ভাষায় প্রণীত:

ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন্ আয়েশ মুহাম্মাদ

বাংলা অনুবাদ:

ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন্ আয়েশ মুহাম্মাদ

ব্যবস্থাপণায়ঃ

দাওয়া ও প্রবাসী শিক্ষা বিভাগ

রাব্ওয়াহ দাওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে

ইসলামী জ্ঞানদান কার্যালয়, রিয়াদ, সৌদি আরব

مختارات من السنة

مع تراجم الرواة والفوائد العلمية لستين حديثا

الجزء الثاني

تأليف الأصل باللغة العربية

للدكتور/ محمد مرتضى بن عائش محمد

الترجمة باللغة البنغالية

للدكتور/ محمد مرتضى بن عائش محمد

الناشر

قسم دعوة وتوعية الجاليات

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في الرياض المملكة العربية السعودية

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

الطبعة الثانية عام ١٤٣٨هـ -٢٠١٧م

الناشر

قسم دعوة وتوعية الجاليات

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في الرياض المملكة العربية السعودية

সর্বস্বত্ব গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

সন ১৪৩৮ হিজরী {২০১৭ খ্রীষ্টাব্দ }

প্রকাশনায়:

দাওয়া ও প্রবাসী শিক্ষা বিভাগ

রাব্ওয়াহ দাওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে

ইসলামী জ্ঞানদান কার্যালয়, রিয়াদ, সৌদি আরব

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمــــد لله ﴿ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦۚ ﴾[1]، والصــلاة والســلام علــى خــاتم النبيين، نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وأصــحابه وأتباعــه إلى يــوم الدين، أما بعد:

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, "যিনি তাঁর রাসূলকে কুরআন এবং সত্যধর্ম ইসলামসহ প্রেরণ করেছেন, অন্য সমস্ত ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মকে বিজয়ী করার জন্য"।

{সূরা আল ফাত্‌হ, আয়াত নং ২৮ এর অংশবিশেষ}

---

(1) سورة الفتح، جزء من الآية ٢٨.

অতিশয় সম্মান ও সালাম (শান্তি) আমাদের নাবী তথা শেষ নাবী মুহাম্মাদের জন্য, এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসরণকারীগণের জন্যেও।

অতঃপর মানুষের সুখদায়ক জীবন গড়ে তোলার বুনিয়াদসমূহ আল্লাহর উপদেশ মেনে চলার উপর নির্ভর করে। সেই উপদেশ আমাদের প্রিয় রাসূল [ﷺ] মহান আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন। তাই আল্লাহর উক্ত উপদেশ রাসূল [ﷺ] এর সত্যিকার ভালবাসা এবং সম্মানসহ আন্তরিকতার সহিত অনুসরণ করা ছাড়া অর্জন করা অসম্ভব। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ও পরকালে সুখদায়ক বা সুখজনক জীবন লাভ করতে ইচ্ছা করবে, সে ব্যক্তির উপর রাসূল [ﷺ] এর অনুসরণ করা এবং তাঁকে উত্তম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা অপরিহার্য বা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এই বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ ﴾

অর্থঃ “আর যদি তোমরা তাঁর (রাসূল [ﷺ] এর) আনুগত্য করো, তাহলে সুখদায়ক সৎপথ (ইসলাম) পেয়ে যাবে”। {সূরা আন্ নূর, আয়াত নং ৫৪ এর অংশবিশেষ}

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ﴾

অর্থঃ “আর তোমরা তাঁরই (রাসূল [ﷺ] এর) অনুসরণ করো, তাহলে নিশ্চয় সুখদায়ক সৎপথ (ইসলাম) পেয়ে যাবে”। {সূরা আল আরাফ, আয়াত নং ১৫৮ এর অংশবিশেষ}

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ ﴾

অর্থ: “আর রাসূল তোমাদেরকে যা (সুখদায়ক সৎপথ ইসলামের বিধি- বিধান) দিয়েছে, তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যে বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলেছে, সে বিষয় হতে বিরত থাকো”। {সূরা আল হাশ্‌র, আয়াত নং ৭ এর অংশবিশেষ}

তাই আমাদের সালাফে সালেহীন (পূর্ববর্তী সকল সজ্জন বা সৎলোক) এই পন্থানুসরণ করে পৃথিবীতে অর্জন করেছিলেন শক্তি, সম্মান গৌরব এবং নেতৃত্ব।

এই জন্য ইচ্ছা করেছিলাম যে, অত্র বইয়ে নির্ভরযোগ্য ৬০ টি সহীহ অথবা হাসান (সঠিক বা সুন্দর) হাদীস, বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় ও শিক্ষণীয় বিষয়সহ, এমন একটি সরল ও স্পষ্ট পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্তভাবে একত্রিত করবো, যা সকল নারী-পুরুষ মুসলিমগণের উপযোগী হবে।

সুতরাং সুমহান আল্লাহর করুণায় আমার উক্ত ইচ্ছানুযায়ী নির্ভরযোগ্য হাজার হাজার হাদীস হতে ৬০ টি হাদীস চয়ন করে এই বইটি এমন পদ্ধতিতে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। যাতে ইসলামী উম্মতের কোনো ব্যক্তির মনে কোনো ক্ষতিকর উত্তেজনা সৃষ্টি না হয়। যেহেতু প্রকৃত উদ্দেশ্য হল: এই বইটির দ্বারা যেন সত্যি সত্যি একনিষ্ঠতার সহিত প্রীতিকর পন্থায় মহান আল্লাহর হুকুমে উপকৃত হওয়া সম্ভবপর হয়।

এই বইটির প্রস্তুতকরণে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি তুলে ধরার সময় আমার নিজস্ব প্রচেষ্টার সাথে সাথে ওই সমস্ত ওলামায়ে ইসলামের মতামত অনেক সময় সামনে রেখেছিলাম, যে সমস্ত ওলামায়ে ইসলামের ইসলামী বিধি-বিধানের বিশদ বিবরণ দানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে, যেমন আল্লামা ইহ্ইয়া বিন শারাফ আন্নাওয়াবী, আল্লামা হাফেজ আহ্মাদ বিন আলী বিন হাজার আল্আস্কালানী, আল্লামা আব্দুল্লাহ আল্বাস্সাম এবং অন্যান্য আরও ওলামায়ে ইসলাম, আল্লাহ তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

হাদীস বর্ণনার নিয়মকে কেন্দ্র করে এখানে একটি কথা উল্লেখ করা উচিত মনে করছি, আর সে কথাটি হচ্ছে এই যে, সহীহ বুখারী কিংবা সহীহ মুসলিম গ্রন্থের হাদিস উল্লেখ করার সময় হাদীসের হুকুম সহীহ অথবা হাসান (সঠিক বা সুন্দর) বলে বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই; যেহেতু ইসলামী উম্মতের সকল ওলামা উক্ত দুই গ্রন্থের সমস্ত হাদীস সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সুনানে আবূদাউদ, জামে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী এবং

সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থগুলির হাদীস উল্লেখ করার পর আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্‌আল্‌বাণীর মতামত সামনে রেখে হাদীসের মান নির্ণয় করা হয়েছে। এবং প্রয়োজনে ইমাম তিরমিযীর বিবৃতিগুলোও এই বিষয়ে তুলে ধরা হয়েছে। কেননা তিনিও হচ্ছেন এই বিদ্যার বিরাট নিপুণ ইমাম।

এই বইয়ের মধ্যে যে সমস্ত হাদীস একত্রিত করেছি, সে সমস্ত হাদিসের বিষয়বস্তু সাধারণত তিনটি মাত্রঃ

১- العقيدة ঈমান

২- الشريعة আমল

৩- والأخلاق এবং চরিত্র।

এই বইয়ের হাদীসগুলিকে রাব্‌ওয়াহ দা'ওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানদান কার্যালয় (রাবওয়া ইসলামিক সেন্টার) এর দাওয়াহ ও প্রবাসী শিক্ষা বিভাগের (জালীইয়াত বিভাগের) নিয়ম মোতাবেক সন ১৪৩৪ হিজরী

{২০১৩ ইং সালের} হাদীস প্রতিযোগিতার জন্য পাঁচটি গ্রুপে (স্তরে) বিভক্ত করা হয়েছে।

আমি মহান আল্লাহ পাকের নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই বইটিকে উত্তমরূপে কবুল করেন এবং মঙ্গলদায়ক ও কল্যাণময় হিসেবে গ্রহণ করেন; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা প্রার্থনা গ্রহণকারী।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা; তাই:

রাব্ওয়াহ দাওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানদান কার্যালয় (রাবওয়া ইসলামিক সেন্টার) এর প্রধান পরিচালক মাননীয় শাইখ খালেদ বিন আলী আবাল্খ্যাইল সাহেব আমাদের দাওয়াতি কার্যক্রমে আন্তরিকতা, দৃঢ়তা এবং বিচক্ষণতা বজায় রেখে অগ্রসর হওয়ার প্রতি সর্বদা উৎসাহ প্রদান করার জন্য তাঁকে শ্রদ্ধাসহকারে ধন্যবাদ জানাই।

অনুরূপ ভাবে রাব্ওয়াহ দাওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানদান কার্যালয় (রাবওয়া

ইসলামিক সেন্টার) এর দাওয়াহ ও প্রবাসী শিক্ষা বিভাগের (জালীইয়াত বিভাগের) পরিচালক মাননীয় শাইখ নাসের বিন মুহাম্মাদ আল্‌হোওয়াশ সাহেবকেও শ্রদ্ধাসহকারে অনেক ধন্যবাদ জানাই। কারণ এই বইটি তাঁর প্রচণ্ড চাপ ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহর হুকুমে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এবং তিনিই এই বইটির মূল আরবী ভাষা হতে অনেকগুলি ভাষায় (উর্দু, ইন্দুনিসি, ফিলিপাইনী, বাংলা, তামিল, ইংরেজী এবং তেলুগু ভাষায়) অনুবাদ ও রেকর্ড করিয়ে ইসলাম হাউসের ওয়েব সাইটে www.islamhouse.com প্রচার করার গুরু দায়িত্ব বহন করেছেন। যাতে আল্লাহর রাসূলের হাদীস হিফজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার বিষয়টি সহজ হয়ে যায়। কেননা এই মহৎ কাজ হিফজুল হাদীসের প্রতিযোগিতার একান্ত ব্যবস্থাপক হচ্ছে: দাওয়াহ ও প্রবাসী শিক্ষা বিভাগ (জালীইয়াত বিভাগ), রাব্‌ওয়াহ দাওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানদান কার্যালয়, (রাবওয়া ইসলামিক সেন্টার) রিয়াদ, সৌদি আরব।

তদ্রূপ আমি যে সমস্ত লোকের পরামর্শ অথবা মতামত কিংবা প্রচেষ্টার দ্বারা উপকৃত হয়েছি, তাঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল। তবে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

সম্মানিত শাইখ আবদুল্লাহ বিন হোমূদ আন্ নোজ্যাইদী, রাব্ওয়া জামে আস্ সোদ্যাইরী মাসজিদ রিয়াদ এর ইমাম ও খতিব সাহেব এবং রাব্ওয়াহ দা'ওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানদান কার্যালয় (রাবওয়া ইসলামিক সেন্টার) এর দাওয়াহ ও প্রবাসী শিক্ষা বিভাগের (জালীইয়াত বিভাগের) সম্মানিত ভাই আব্দুল আজীজ মাদ্য়ূফ এবং সকল সহকর্মী ওলামায়ে কেরাম, আল্লাহ তাঁদের সকলকে দুনিয়াতে ও পরকালে ইসলাম এবং মুসলিমগণের পক্ষ হতে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، وأتباعه، والحمد لله رب العالمين.

অর্থঃ আল্লাহ আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ ও তাঁর অনুসরণকারীগণকে অতিশয় সম্মান ও শান্তি প্রদান করুন, সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

মূল আরবী ভাষায় ভূমিকার কথা এখানেই শেষ হয়ে গেল। তবে আমার স্ত্রী উম্মে আহ্মাদ্ সালীমা খাতুন বিনতে শাইখ হুমায়ন বিশ্বাস এর কথাও এখানে উল্লেখ করা উচিত বলে মনে করছি; যেহেতু তিনি এই বইটির মুদ্রণ দোষ-ত্রুটি ঠিক করার বিষয়ে আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। কিন্তু এই বইয়ের বাংলা তরজমা বা অনুবাদ আমাকেই করতে

হয়েছে বলে, এখানে অনুবাদের পদ্ধতির একটি কথা বলতে চাই; আর তা হল এই যে,

অনুবাদের পদ্ধতি

এই বইটির অনুবাদ পদ্ধতি একটু আলাদা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কোনো সম্মানিত পাঠকের মনে অনুবাদ সম্পর্কে কোনো প্রকার দ্বিধা অথবা সংশয় জেগে উঠলে, ওলামায়ে ইসলামের বিশদ বিবরণ বা ব্যাখ্যা আরবী ভাষায় একটু গভীরতার সহিত দেখে নিলে, দ্বিধা অথবা সংশয় দূর হয়ে যাবে। এবং এই বইটির বাংলা অনুবাদ নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত হবে বলে আশা করি ইনশা আল্লাহ। তবে বইটির দোষ-ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা এবং মুদ্রণ প্রমাদ প্রভৃতি একেবারেই নেই, এই দাবি আমি করছি না। তাই এই বিষয়ে যে কোনো গঠনমূলক প্রস্তাব এবং মতামত সাদরে গৃহীত হবে ইনশা আল্লাহ।

ড. মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন্ আয়েশ মুহাম্মাদ

তাং (১৪/৪/২০১৪ খ্রীষ্টাব্দ) ১৪/৬/১৪৩৫ হিজরী

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতা

١- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٤، وصحيح مسلم، رقم الحديث ١٥٥- (١٩٠٧)، واللفظ للبخاري).

১। ওমার ইবনুল খাত্তাব [রাদিয়াল্লাহ আনহু] থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেনঃ “যাবতীয় ইসলাম ধর্মীয় কর্ম নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেকটি মানুষ তার কর্মের ফলাফল, তার নিয়ত অনুযায়ী পাবে। অতএব যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য হয়েছে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই গৃহীত হয়েছে। আর যার হিজরত দুনিয়া হাসিলের বা কোন মহিলাকে বিবাহ করার নিয়তে হয়েছে, তার হিজরত উক্ত উদ্দেশ্যেই গৃহীত হয়েছে”।
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৪ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৫-(১৯০৭), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

***১ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আল ফারুক আবু হাফস ওমার ইবনুল খাত্তাব আল কুরাশী, আমীরুল মুমেনীন, খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে দ্বিতীয়

খলিফা। হিজরতের পূর্বে নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরে তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল মুসলমানদের জন্য সাফল্য ও শক্তি। তিনি মদীনায় হিজরত করে নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সাথে সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর মতানুযায়ী কোনো কোনো সময় কুরআনের অহী নাজিল হতো, তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে ৫৩৭ টি। আবু বাক্‌র [রাদিয়াল্লাহ আনহু] মৃত্যুকালে সন ১৩ হিজরীতে তাঁকে খলিফা নিযুক্ত করেন। ওমার [রাদিয়াল্লাহ আনহু] সর্বপ্রথম সরকারী বিবরণী নথিভুক্ত করেন। এবং তিনি হিজরী তারিখ চালু ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। আবু লূলূয়াহ মাজুসীর হাতে ফজরের নামাজে সন ২৩ হিজরীতে [জুলহিজ্জাহ মাসে] তিনি শাহাদতবরণ করেন। আবু বাক্‌র [রাদিয়াল্লাহ আনহু] এর পাশে, রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সঙ্গে আয়েশা [রাদিয়াল্লাহ আনহা] এর ঘরে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর খেলাফত সাড়ে দশ বছর ছিল।

*** ১ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। সমস্ত আমলে পরিশুদ্ধ নিয়তের প্রয়োজন রয়েছে; সেই নিয়ত অনুযায়ী সওয়াব বা পুণ্য নির্ধারিত হবে।

২। নিয়তের স্থান হচ্ছে অন্তর; তাই নিয়তের মৌখিক উচ্চারণ করা শরিয়ত সম্মত নয়।

৩। সমস্ত আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত হচ্ছে আল্লাহর প্রতি মানুষের একনিষ্ঠতা; কেননা একনিষ্ঠতা ছাড়া ও নাবীর নিয়ম পদ্ধতি ব্যতিরেকে সম্পাদিত, কোন আমল আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না।

৪। লৌকিকতা ও সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন আমল করা থেকে সতর্ক থাকা অপরিহার্য।

জটিলতা দূরীকরণ

٢- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا ، وَبَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٩، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٨- (١٧٣٤)، واللفظ للبخاري).

২। আনাস [রাদিয়াল্লাহ আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেছেন, নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: “তোমরা সহজ করো, এবং জটিল করো না, সুসংবাদ প্রদান করো আর বিরক্ত করে বিতাড়িত করো না”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮-(১৭৩৪), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** ২ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আবু হামজাহ আনাস বিন মালিক আল আনসারী [রাদিয়াল্লাহু আনহু] একজন বিশিষ্ট সাহাবী। হিজরতের ১০ বছর পূর্বে মদীনাতে তাঁর জন্ম হয়, ছোটকালে নাবালক অবস্থাতেই তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সান্নিধ্যে ধারাবাহিক ভাবে ১০ বছর যাবৎ তাঁর খাদেম-সেবক হিসেবে সর্বোত্তম উপাধি লাভ করেন। এবং আল্লাহর রাসূলের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর খেদমতে রত ছিলেন। অতঃপর দামেশকে চলে যান, সেখান থেকে বসরায় গমন করেন। তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২৮৫ টি। তিনি বসরা শহরে একশত বা তার অধিক বয়স প্রাপ্ত হয়ে সন ৯৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন [رضي الله عنه] ।

* ২ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১। ইসলাম ধর্মে দাওয়াত, প্রতিপালন, শিক্ষাদান এবং লেনদেনের পদ্ধতি হল: কমলতা প্রদর্শন, সহজ পন্থা অবলম্বন এবং সুসংবাদ প্রদান করা।

২। ইসলাম ধর্ম বিরক্তিকর পদ্ধতি দ্বারা বিতাড়িত করতে এবং কঠোর পন্থা অবলম্বন করতে নিষেধ করে, আর অতি কড়াকড়ির নিয়ম পদ্ধতি বর্জন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে।

৩। ইসলামের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তার মধ্যে হতে একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: অসুবিধা ও জটিলতা দূরীকরণ।

মিথ্যা কথা বলা হারাম

٣- عَــنْ أَبِــيْ هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ قَــالَ: قَــالَ رَسُــوْلُ اللّٰهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: "كَفَــى بِــالْمَرْءِ كَــذِبًا أَنْ يُحَــدِّثَ بِكُــلِّ مَــا سَمِعَ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٥- (٥)).

৩। আবু হুরায়রাহ [রাদিয়াল্লাহ আনহু] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেনঃ “কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে, তাই বলে বেড়াবে”। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫-(৫)]

* ৩ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়ঃ

আবু হুরাইরাহ আব্দুর রহমান বিন সাখার আদ্‌দাওসী ইয়ামানী। তিনি আল্লাহর রাসূলের সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী। তাঁর কুনিয়াত [ডাকনাম] আবু হুরাইরাহ হিসেবে বিখ্যাত। এর কারণ হলো যে, তিনি বিড়াল নিয়ে খেলা করতেন ও কতকগুলি মানুষের ছাগল চরাতেন। সপ্তম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ৪ বছর পর্যন্ত নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন, তাই আল্লাহর রাসূল যেখানে অবস্থান করতেন তিনিও সেখানে থাকতেন। আবু হুরাইরাহ [رضي الله عنه] হাদীসের জ্ঞান লাভ করার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে অসাধারণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই কারণে তিনি নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর কাছ থেকে প্রচুর জ্ঞানার্জন করে, সাহাবীগণের মধ্যে সবচাইতে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর উপাধি লাভ করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হলো ৫৩৭৪ টি। সন ৫৭ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং মদীনার প্রসিদ্ধ কবরস্থান আল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয় [رضي الله عنه] ।

*** ৩ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। মিথ্যা হচ্ছেঃ কোন বিষয়ে বাস্তব ঘটনার বিপরীত তথ্য প্রদান করার নাম।

২। এই হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, প্রকৃত তথ্য না জেনে মানুষের কথা বলা হারাম।

৩। মিথ্যা কথা বলা অমঙ্গল, দুশ্চিন্তা এবং মানসিক অশান্তির উপাদান, আর মিথ্যা কথা বলা মোনাফেকদের একটি বৈশিষ্ট্যও বটে।

দরূদ পাঠ করার পদ্ধতি ও মর্যাদা

٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٧٠- (٤٠٨)).

৪। আবু হুরায়রাহ [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিশ্চয় বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার জন্য আল্লাহর নিকট একবার মাত্র দরূদ পড়বে (সম্ভ্রম বা সম্মান প্রার্থনা করবে)ঃ সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ দশবার রহমত অবতীর্ণ করবেন"।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭০ - (৪০৮)]

*** ৪ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৪ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রতি দরূদ পাঠ করার বিষয়টি হচ্ছে, তাঁকে ভালবাসা ও সম্মানিত করার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

২। রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করার বিষয়টি হচ্ছে, মানুষের রহমত ও কল্যাণ অর্জনের উপাদান। রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর সাহাবীগণকে যে পদ্ধতিতে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করার নিয়ম প্রদান করেছেন, সেই পদ্ধতিতে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করার বিধান রয়েছে, আর তা হচ্ছে নিম্নরূপ:

"اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ" .

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٣٣٧٠، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٦٦- (٤٠٦)، واللفظ للبخاري).

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে এমনভাবে সম্মানিত করুন, যেমনভাবে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গকে সম্মানিত করেছেন; নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত মহিমান্বিত।

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে যে সম্মান বা মর্যাদা প্রদান করেছেন, সে সম্মান বা মর্যাদা এমনভাবে বলবৎ রাখুন, যেমনভাবে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের সম্মান বা মর্যাদা বলবৎ রেখেছেন; নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত মহিমান্বিত।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৭০ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৬ - (৪০৬), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

৩। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর প্রতি আল্লাহর দরূদ এর অর্থ:

معنى صلاة اللّٰه على الرسول: تعظيم اللّٰه للرسول، وثناؤه عليه.

এর অর্থ হচ্ছে: আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ [ﷺ] কে অতিশয় সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করা । এবং

معنى اللهم صل على محمد: اللهم عَظِّمْهُ في الدنيا والآخرة بما يليق به.

এর অর্থ হচ্ছেঃ হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদকে তাঁর উপযুক্ত সম্মান দুনিয়াতে এবং পরকালে প্রদান করুন!

বদ্ধজলায় প্রস্রাব-পায়খানা করা হারাম

٥ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٩٥- (٢٨٢)).

৫। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেছেন, নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে হতে কোন ব্যক্তি যেন বদ্ধজলায় (স্থিরীকৃত পানিতে) প্রস্রাব না করে, অতঃপর সে ওই পানিতে প্রয়োজনে গোসল করবে"।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৫ - (২৮২)]

***৫ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৫ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, অল্প পানির বদ্ধজলায় (স্থিরীকৃত পানিতে) প্রস্রাব-পায়খানা করা হারাম। তবে প্রবাহিত নদী এবং সমুদ্রের পানিতে প্রস্রাব-পায়খানা করা হারাম নয়।

২। ইসলাম পবিত্রতার ধর্ম এবং সমস্ত নোংরা বস্তু হতে দূরে থাকার ধর্ম ।

৩। পানি জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ; তাই পানির সংরক্ষণ অপরিহার্য; অতএব যে সমস্ত নোংরা ও নাপাক বস্তুর দ্বারা পানি নষ্ট হয়ে যায়, তাতে থেকে পানিকে রক্ষা করা উচিত।

জামাআতের ফরজ নামাজ বাদ দিয়ে সুন্নাত বা নফল নামাজে রত হওয়া বৈধ নয়

٦ - عَنْ أَبيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ؛ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٦٣- (٧١٠)).

৬। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী কারীম [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেছেন, নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: “যখন নির্দিষ্ট কোন ফরজ নামাজের জন্য একামত দেওয়া হবে, তখন ফরজ নামাজ ব্যতীত অন্য কোন নামাজ নেই”।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৩ - (৭১০)]

* ৬ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

* ৬ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১। যখন নির্দিষ্ট কোন ফরজ নামাজের জন্য একামত দেওয়া হবে, তখন ফরজ নামাজ ব্যতীত অন্য কোন সুন্নাত বা নফল নামাজে রত না হয়ে, ফরজ নামাজ আদায় করার প্রতি এই হাদীস উৎসাহ প্রদান করে।

২। সুন্নাত বা নফল নামাজে রত থাকার চেয়ে, ফরজ নামাজ জামাআতের শুরু থেকেই জামাআতের সাথে আদায় করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ।

৩। ইসলাম ধর্মের সমস্ত কাজে আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর অনুকরণ করা, সঠিক ও সত্য ঈমানের নিদর্শন বা আলামত।

ইসলাম একটি সহজ ও উদার ধর্ম

٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ؛ فَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٧٤، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٦٦- (٥٥٩)، واللفظ للبخاري).

৭। আব্দুল্লাহ বিন ওমার [رضي الله عنهما] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে, নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে

হতে কোনো ব্যক্তি যখন পানাহারে রত থাকবে, তখন যদিও সেই সময়ে কোন নির্দিষ্ট নামাজের জন্য একামত দেওয়া হয়, তবুও সে যেন পানাহার শেষ না করা পর্যন্ত তাড়াহুড়া না করে"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭৪ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৬ - (৫৫৯), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

*** ৭ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আব্দুল্লাহ বিন ওমার ইবনুল খাত্তাব একজন সম্মানিত সাহাবী। তিনি নাবালক অবস্থাতেই তাঁর পিতা দ্বিতীয় খলিফা ওমার ইবনুল খাত্তাব [رضي الله عنه] যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখনই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার পূর্বেই তিনি মদীনায় হিজরত করেন। তিনি সর্ব প্রথমে খন্দকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর সাথে আরো সমস্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি মিশর, শামদেশ, ইরাক, বসরা ও পারস্যের বিজয়েও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সুদর্শন, সাহসী ও সত্য প্রকাশকারী সাহাবীগণের মধ্যে জ্ঞানী এবং বিদ্যান হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে ২৬৩০ টি

হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইবাদত ও পরহেজগারিতায় ছিলেন অনুকরণীয় সাহাবী। তিনি সন ৭৩ হিজরীতে ৮৬ বছর বয়সে মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন।

*** ৭ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। ইসলামের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তার মধ্যে হতে একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ অসুবিধা দূরীকরণের জন্য মানুষের বিভিন্ন অবস্থা এবং পরিস্থির দিকে নজর দেওয়া অথবা লক্ষ্য রাখা।

২। নামাজ আদায় করার সময় যে সমস্ত বস্তুর দ্বারা মানুষের মন অস্থির থাকে, সেই সমস্ত বস্তু বর্জন করে নামাজ আদায় করা একটি শরীয়ত সম্মত কাজ; যাতে নামাজের মধ্যে একাগ্রতা এবং প্রশান্তি বজায় রাখা যায়।

৩। কোন ব্যক্তি যখন পানাহারে রত থাকবে, তখন জামাআত ছুটে গেলেও কোন অসুবিধা নেই।

পূর্ণভাবে ওযূ করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া অপরিহার্য

٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٣٠- (٢٤٢)، وصحيح البخاري، رقم الحديث ١٦٣، واللفظ لمسلم).

৮। আবু হুরায়রাহ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেনঃ "ওযুর সময় শুকনো থেকে যাওয়া গোড়ালীসমূহের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নিতে ভীষণ দুর্ভোগ"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩০ - (২৪২), এবং সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৩, তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

*** ৮ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৮ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। পূর্ণভাবে উত্তম রূপে ওযূ করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া অপরিহার্য; যেন ওযূর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ওযুর পানি পৌঁছে যায়।

২। যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন একটি অংশ শুকনো রেখে দিবে, সে ব্যক্তির পবিত্রতা অর্জন হবে না।

৩। ইবাদতের কোন বিষয়কে নিয়ে অবহেলা করা অথবা অমনোযোগ হওয়া, ধ্বংস ও নিরাশের পথে যাওয়ার একটি কারণ।

মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ

٩ - عَــن أَبِــيْ هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ عَــنِ الــنَّبِيِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: "لاَ يَسْــتُرُ اللّٰهُ عَلَــى عَبْــدٍ فِــيْ الــدُّنْيَا إِلاَّ سَــتَرَهُ اللّٰهُ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٧١- (٢٥٩٠)).

৯। আবু হুরায়রাহ [ﷻ] থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী কারীম [ﷺ] হতে বর্ণনা করেছেন, নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: “আল্লাহ যে মানুষের গুনাহ এই দুনিয়াতে গোপনে রাখবেন, সেই মানুষকে পরকালে কিয়ামতের দিনও গোপনে রাখবেন” (এবং মাপ করে দিবেন) ।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭১ - (২৫৯০)]

*** ৯ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৯ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। মানুষের প্রতি আল্লাহর দয়া যে, তিনি তাদেরকে গোপনে রেখেছেন, লাঞ্ছিত করছেন না; যেন তারা তওবা করে; কারণ আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

২। ঈমানদার মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য; কারণ আল্লাহ তাদেরকে, তাদের পাপের শাস্তি না দিয়ে, তাদেরকে গোপনে রেখেছেন।

৩। পাপকর্মে অব্যাহত থাকার বিষয়টিকে ছোট করে দেখা উচিত নয়; কেননা এর পরিণতি হচ্ছে ধ্বংসাত্বক।

খাবারের সম্মান করা দরকার

١٠- عَـن أَبِـيْ هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ قَـالَ: مَـا عَـابَ الـنَّبِيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ طَعَامًـا قَـطُّ، إِنِ اشْـتَهَاهُ أَكَلَـهُ، وَإِنْ كَرِهَـهُ تَرَكَهُ.

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٤٠٩، وصحيح مسلم، رقم الحديث ١٨٧- (٢٠٦٤)، واللفظ للبخاري).

১০। আবু হুরায়রাহ [﵁] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, নাবী কারীম [ﷺ] কখনো কোনো খাবারের দোষ চর্চা করেন নি; তাই কোন খাবার তাঁর পছন্দমতো হলে তিনি খেতেন এবং পছন্দমতো না হলে তা খেতেন না।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৪০৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৭ - (২০৬৪), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

*** ১০ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়, পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ১০ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। ইসলামী আদব-কায়দার মধ্যে এই বিষয়টি রয়েছে যে, খাবারের দোষ চর্চা করা বৈধ নয়; কেননা খাবারের সম্মান করা দরকার, অসম্মান করা উচিত নয়।

২। কোন মানুষের কোন খাবার পছন্দমতো না হলে, সে তা ভক্ষণ করবে না; কারণ সে যেন অসুস্থ না হয়ে যায়।

৩। কোন মানুষ কোন নির্দিষ্ট খাবার খেতে ইচ্ছা না করলে, তাকে জোর করে খাওয়ানো উচিত নয়।

গালি দেওয়া হারাম

١١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ؛ فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٦٨- (٢٥٨٧)).

১১। আবু হুরায়রাহ [﵁] থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] নিশ্চয় বলেছেনঃ “দুইজন গালি প্রদানকারীর মধ্যে যে ব্যক্তি আগে গালি দেওয়া শুরু করবে, সে ব্যক্তিই গুনাহগার বলে বিবেচিত হবে, যদি নির্যাতিত ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে পালটা জবাবে সীমা লঙ্ঘন না করে”।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৮ - (২৫৮৭)]

*** ১১ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়, পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ১১ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। মুসলমানকে গালি দেওয়া হারাম।

২। দুইজনের মধ্যে যে ব্যক্তি গালি দেওয়া শুরু করবে, সেই ব্যক্তিই গুনাহগার বলে বিবেচিত হবে, যদি নির্যাতিত ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে পালটা জবাবে সীমা লঙ্ঘন না করে।

৩। যে ব্যক্তিকে গালি দেওয়া হয়েছে, সেই নির্যাতিত ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে পালটা জবাবে যেন সীমা লঙ্ঘন না করে; সুতরাং যেরূপে তাকে গালি দেওয়া হয়েছে, সেরূপে পালটা জবাব দিতে পারবে। তবে তাতে যেন মিথ্যা কথা, অথবা মিথ্যা অপবাদ, কিংবা পূর্ববর্তী লোকদের গালি দেওয়া না হয়।

সম্মানিত কাজ ডান হাত দ্বারা সম্পাদন করা উচিত

١٢- عَـنْ عَائِشَـةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهَـا قَالَـتْ: كَـانَ الـنَّبِيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يُعْجِبُـهُ التَّـيَمُّنُ فِـيْ تَـنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِـهِ وَطُهُـوْرِهِ، وَفِـيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ.

(صحيح البخاري، رقم الحديث ١٦٨ ، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٦٧- (٢٦٨)) ، واللفظ للبخاري.

১২। নাবী কারীম [ﷺ] এর প্রিয়তমা আয়েশা [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, নাবী কারীম [ﷺ] ডান দিক পছন্দ করতেন জুতা পরার সময়, চিরনি ব্যবহারের প্রয়োজনে, পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে এবং তাঁর সমস্ত সম্মানীয়

কার্য সাধনের পালায়। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৮ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৭ - (২৬৮), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

*** ১২ নং হাদীস বর্ণনাকারীণী সাহাবীয়াহ এর পরিচয়ঃ**

উম্মুল মুমেনীন আয়েশা বিনতে আবী বাক্‌র আসসিদ্দীক [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] হিজরতের পূর্বে নাবী কারীম [ﷺ] এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মদীনায় হিজরতের পর নয় বছর বয়সে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে সংসার আরম্ভ করেন। আল্লাহর রাসূল [ﷺ] যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর। তিনি সাহাবীগণের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমতি, জ্ঞানী এবং রায় প্রদানের ক্ষেত্রে ছিলেন সর্বোউত্তম ব্যক্তি। দানশীলতা ও উদারতায় তাকে উত্তম নমূনা হিসেবে উল্লেখ করা হতো। তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০ টি। তিনি রমাজান বা শওয়াল মাসের ১৭ তারিখে মদীনাতে সন ৫৭ অথবা ৫৮ হিজরীতে রোজ মঙ্গলবার মৃত্যুবরণ করেন। আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] তাঁর জানাযার

নামায পড়েছিলেন এবং তাঁকে আল বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

*** ১২ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। যে কোন সম্মানিত কাজ ডান হাত দ্বারা সম্পাদন করা এবং ডান দিক থেকে আরম্ভ করার প্রতি, এই হাদীস উৎসাহ প্রদান করে।

২। যে কোন ঘৃণিত অথবা কলুষিত অসম্মানিত কাজ বাম হাত দ্বারা সম্পাদন করা এবং বাম দিক থেকে আরম্ভ করা উচিত।

৩। জীবনের প্রতিটি শাখায় ইসলামী আদব-কায়দা শক্ত করে আঁকড়ে ধরার নাম সচ্চরিত্র ও সভ্য আচরণ।

পরামর্শদাতা সঠিক পরামর্শ না দিয়ে ধোঁকা দেওয়া অবৈধ

١٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ". (سنن أبي داود رقم الحديث ٥١٢٨، وسنن ابن ماجه، رقم الحديث ٣٧٤٥، قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: صحيح).

১৩। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “যে ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া হয়, সে ব্যক্তির উপর আমানত ন্যস্ত করা হয়”। (সুতরাং সে তাকে সঠিক পরামর্শ দিবে)।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১২৮ এবং সুনান ইবনু মাজাহ্, হাদীস নং ৩৭৪৫, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

*** ১৩ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়, পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ১৩ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। যে ব্যক্তি ভাল কাজের দিশারি হবে, সে ব্যক্তি ভাল কাজ সম্পাদনকরীর মতই নেকী পাবে বা পুণ্য অর্জন করবে।

২। যে ব্যাক্তি ভাল কাজের পরামর্শ চাইবে, তাকে সঠিক পরামর্শ না দিয়ে ধোঁকা দেওয়া বৈধ নয়।

৩। যে ব্যাক্তি ভাল কাজের পরামর্শ চাইবে, তার গোপনীয়তা প্রকাশ করা অবৈধ।

প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে অকারণে বিলম্ব করা হারাম

١٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيْ ظُلْمٌ؛ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ؛ فَلْيَتْبَعْ". (صحيح مسلم، رقم الحديث ٣٣- (١٥٦٤)، وصحيح البخاري، رقم الحديث ٢٢٨٧، واللفظ لمسلم).

১৪। আবু হুরায়রাহ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "কোন ধনবান ব্যক্তির অকারণে পাওনা মিটিয়ে দিতে বিলম্ব করাটা অন্যায়, আর যখন কোন ব্যক্তির ঋণ অন্য কোন ধনবান ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হবে, তখন সে যেন তা সাদরে গ্রহণ করে"।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩ - (১৫৬৪), এবং সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২৮৭, তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

*** ১৪ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়, পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ১৪ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। অকারণে পাওনা মিটিয়ে দিতে বিলম্ব করাটার নামই হচ্ছেঃ আল্ মাত্ল "اَلْمَطْلُ" ।

২। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন ধনবান ব্যক্তির অকারণে ঋণ এবং প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে বিলম্ব করা হারাম।

৩। মানুষের সাথে লেনদেনের সময় আচরণবিধি উত্তম রাখার প্রতি এই হাদীস উৎসাহ প্রদান করে।

মহাগুরুত্বপূর্ণ দুইটি পবিত্র কালেমা

١٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِيْ الْمِيْزَانِ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٧٥٦٣، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٣١- (٢٦٩٤)، واللفظ للبخاري).

১৫। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: “এমন দুইটি পবিত্র কালেমা

(শব্দ) আছে, যা দয়াময় আল্লাহর কাছে প্রিয়, মুখে উচ্চারণ করা সহজ এবং আমলনামার পাল্লায় ভারী":

"سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ"

অর্থঃ "আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তাঁর প্রশংসার সহিত, আমি মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫৬৩ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩১ - (২৬৯৪), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

*** ১৫ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ১৫ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। এই মহাগুরুত্বপূর্ণ দুইটি পবিত্র কালেমার (শব্দের) দ্বারাঃ "سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ, سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ"

আল্লাহকে স্মরণ করার প্রতি এই হাদীস উৎসাহ প্রদান করে; কারণ এতে মহানেকী রয়েছে এবং কিয়ামতের দিন পাল্লায় বেশি ভারী হওয়ারও ক্ষমতা রয়েছে।

২। এই মহাগুরুত্বপূর্ণ দুইটি পবিত্র কালেমার (শব্দের) দ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহকে অধিক স্মরণ করতে পারবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রিয় হয়ে আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করতে পারবে।

৩। মানুষের জন্য মহান আল্লাহর ভালবাসা যেরূপ হওয়ার উপযোগী সেরূপ হয়ে থাকে, এবং মানুষের জন্য আল্লাহর ভালবাসার প্রতিদান হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে ও পরকালে সম্মানিত করবেন, মঙ্গল দান করবেন এবং অফুরন্ত সওয়াব প্রদান করবেন।

জান্নাতে প্রবেশের আগ্রহীর কর্তব্য

١٦- عَـــنْ أَبِـــيْ هُرَيْـــرَةَ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَنْـــهُ أَنَّ رَسُـــوْلَ اللّٰهِ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ قَـــالَ: "كُـــلُّ أُمَّتِـــيْ يَـــدْخُلُوْنَ الْجَنَّـــةَ إِلاَّ مَـــنْ أَبَـــى"، قَـــالوا: يَـــا رَسُـــوْلَ اللّٰهِ! وَمَـــنْ يَـــأْبَى؟ قَـــالَ: "مَـــنْ أَطَـــاعَنِيْ دَخَـــلَ الْجَنَّـــةَ، وَمَـــنْ عَصَـــانِيْ؛ فَقَـــدْ أَبَى".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٧٢٨٠).

১৬। আবু হুরায়রাহ [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেনঃ “আমার উম্মতের সকল মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে অনিচ্ছুক” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস

করেছিলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (দূত)! জান্নাতে প্রবেশ করতে কে অনিচ্ছুক হতে পারে? তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি আমাকে মেনে চলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, এবং যে ব্যক্তি আমাকে অমান্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে অনিচ্ছুক বলেই বিবেচিত হবে"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৮০]

*** ১৬ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ১৬ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। মানুষের সুখদায়ক জীবন লাভ করার বিষয়টি নির্ভর করে আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর সঠিক আনুগত্যের উপর।

২। আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর সুন্নাত থেকে বিমুখ হওয়ার অর্থই হচ্ছে: তাঁকে অমান্য করা, আর তাঁকে অমান্য করার বিষয়টি

জাহান্নামের অগ্নিতে মানুষকে প্রবেশযোগ্য করে দেওয়ার একটি কারণ।

৩। যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে আগ্রহী হবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ করবে।

পেশাব-পায়খানা করার সময় পঠনীয় দোয়া

١٧- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، يَقُوْلَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: "اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ١٤٢،

وصحيح مسلم، رقم الحديث ١٢٢- (٣٧٥)،

واللفظ للبخاري).

১৭। আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী কারীম [ﷺ] যখন শৌচাগারে (পায়খানায়) প্রবেশ (এর ইচ্ছা) করতেন, তখন বলতেন:

"اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ"

অর্থ: “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে পুরুষ জাতীয় শয়তান জিন এবং স্ত্রী জাতীয় শয়তান জিন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২২ - (৩৭৫), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

*** ১৭ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ১৭ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। নির্ধারিত জিকির কিংবা দোয়া, নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ে পাঠ করলে, মানুষ সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর হুকুমে রক্ষা পাবে।

২। পেশাব-পায়খানার আদবসমূহের মধ্যে এই আদবটি রয়েছে যে, ঘেরা জায়গায় (বাড়িতে) এবং খোলা জায়গায় (মাঠে) পেশাব-পায়খানা করার সময় এই দোয়াটি পাঠ করা:

"اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ"

৩। الْخُبْثُ: الْخَبِيْثُ এর বহুবচন, এবং اَلْخَبَائِثُ: الْخَبِيْثَةُ এর বহুবচন, এখানে উক্ত শব্দ দুটির দ্বারা পুরুষ জাতীয় শয়তান জিন এবং স্ত্রী জাতীয় শয়তান জিন বুঝানো

হয়েছে, আর এটাও বলা হয়েছে যে, الْخُبْثُ এর অর্থ হল: শয়তান জিন এবং اَلْخَبَائِثُ এর অর্থ হল: পাপসমূহ।

ইসলাম সৌন্দর্যের ধর্ম

١٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ؛ فَلْيُكْرِمْهُ".

(سنن أبي داود، رقم الحديث ٤١٦٣، قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: حسن صحيح).

১৮। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তির চুল রয়েছে (মাথার চুল অথবা দাড়ির চুল), সে ব্যক্তি যেন তার চুলের সম্মান (যত্ন) করে"।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪১৬৩, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্‌আল্‌বাণী হাদীসটিকে হাসান সহীহ (সুন্দর সঠিক) বলেছেন]

*** ১৮ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ১৮ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। ইসলাম সৌন্দর্যের ধর্ম।

২। মুসলিম ব্যক্তির পবিত্র অন্তরের সাথে সাথে, তার বাহ্যিক অবস্থাও সুন্দর রাখার প্রতি এই হাদীস উৎসাহ প্রদান করে।

৩। এলোমেলো চুল রাখা অথবা আগোছালো স্বভাব, তাকওয়া-পরহেজগারির আলামত নয়।

মুসলিম ব্যক্তিকে অন্তর থেকে ভালবাসা অপরিহার্য

١٩- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ، مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث١٣ ، وصحيح مسلم، رقم الحديث٧١- (٤٥)، واللفظ للبخاري).

১৯। আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেছেন, নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য ওই বস্তুটি না ভালবাসবে, যে বস্তুটি সে নিজের জন্য ভালবাসে"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭১ - (৪৫), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

*** ১৯ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ১৯ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। এই হাদীসে ভালবাসা বলতে ঐচ্ছিক ভালবাসা বুঝানো হয়েছে, প্রাকৃতিক অথবা জবরদস্তিমূলক নয়।

২। একজন মুসলিম ব্যক্তি অন্য আরেকজন মুসলিম ব্যক্তিকে অন্তর থেকে ভালবাসার বাহ্যিক আলামত হচ্ছে এই যে, সে তাকে দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণের পথ দেখাবে, এবং তাকে কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকবে।

৩। মুসলিম ব্যক্তির বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের স্থান অথবা দক্ষতা অনুযায়ী কিংবা তার সামাজিক মর্যাদা হিসেবে, তাকে সম্মানিত করার প্রতি এই হাদীস উৎসাহ প্রদান করে।

৪। মুসলিম ব্যক্তির একটি সামাজিক অপরিহার্য বিষয় হল এই যে, সে মানুষের সাথে এমন সুন্দর আচরণ করবে, যেমন সুন্দর আচরণ সে নিজে তাদের কাছ থেকে পেতে পছন্দ করে।

বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٢٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ١- (٢٩٥٦)).

২০। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “দুনিয়া ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তির জন্য জেলখানা এবং অমুসলিম ব্যক্তির জন্য জান্নাত”।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১ - (২৯৫৬)]

*** ২০ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ২০ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। দুনিয়ার মায়া-মহব্বত এবং তার মোহে মুগ্ধ হওয়া থেকে বিমুখ হওয়ার প্রতি এই হাদীস উৎসাহ প্রদান করে।
২। দুনিয়ার সমস্ত বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করার প্রতিও এই হাদীস উৎসাহ প্রদান করে; কারণ এগুলো বিপদাপদ আল্লাহর হুকুমে অতি সত্বর বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
৩। আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে, এবং শির্ক, কুফুরী, বিদআত ও পাপসমূহ বর্জনের মাধ্যমে, জান্নাতবাসী হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকা অপরিহার্য।
৪-অমুসলিমদের অস্থায়ী উপভোগের বাসনায় প্রতারিত হওয়া থেকে এই হাদীস সতর্ক করে।

পানাহারের আদবকায়দা

٢١- عَـــنْ أَبِــيْ جُحَيْفَـــةَ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَنْـــهُ يَقُـــوْلَ: قَـــالَ رَسُـــوْلُ اللّٰهِ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّيْ لاَ آكُلُ مُتَّكِئاً".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٣٩٨).

২১। আবু জুহ্যায়ফা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আমি হেলান দিয়ে পানাহার করি না"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৩৯৮]

*** ২১ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আবু জুহ্যায়ফা একজন গৌরবময় সাহাবী, তাঁর নাম: ওয়াহাব বিন আব্দুল্লাহ আস্‌সুয়ায়ী আল্‌কূফী, তিনি ওয়াহ্‌বুল্‌খাইর

وَهْبُ الْخَيْرِ (মঙ্গলদায়ক) নামে অভিহিত ছিলেন। নাবী কারীম [ﷺ] এর ওফাত কালে তিনি একজন কিশোর ছিলেন। হাদীস গ্রন্থে তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৪৫ টি পাওয়া যায়।

অবশেষে তিনি কূফা শহরে অবস্থান করেন এবং সেখানেই ৭৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুবরণের তারিখ সম্পর্কে অন্য উক্তিও রয়েছে; সুতরাং এই সম্পর্কে সঠিক বিষয়টি আল্লাহই অধিক জানেন।

*** ২১ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। অকারণে ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তির জন্য যে কোনো পদ্ধতিতে হেলান দিয়ে পানাহার করা উচিত নয়।

২। হেলান দিয়ে পানাহার করা আল্লাহর প্রিয় অলীগণের পদ্ধতি নয়।

৩। খাদ্যদ্রব্য আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামত; তাই এই নেয়ামত তদীয় রাসূলের মাধ্যমে নিয়ে আসা শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে ভক্ষণ করা ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য।

আজান শ্রবণকারী মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য

٢٢- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ؛ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٦١١، وصحيح مسلم، رقم الحديث ١٠- (٣٨٣)).

২২। আবু সাঈদ আল্ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

বলেছেন: “যখন তোমরা আজানের ডাক শুনবে, তখন মুয়াজ্জিন যা বলবে, তখন তোমরাও তার অনুরূপই বলবে”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১১ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০ - (৩৮৩)] ।

*** ২২ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আবু সাঈদ আল্ খুদরী, সায়াদ বিন মালেক বিন সিনান আল্ খাজ্‌রাজী আল্ আন্‌সারী। তিনি একজন মহাবিখ্যাত সাহাবী। খন্দকের যুদ্ধে তিনি সর্ব প্রথমে অংশ গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে তিনি ১২ টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হাদীস গ্রন্থে তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত ১১৭০ টি হাদীস পাওয়া যায়।

আবু সাঈদ আল্ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় সন ৭৪ হিজরীতে ৮৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, এই বিষয়ে অন্য উক্তিও রয়েছে। তাঁকে আল বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

*** ২২ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। এই হাদীসে النِّـدَاء অর্থাৎ ডাক বলতে আজান বুঝানো হয়েছে।

২। আজানে মুয়াজ্জিন যা বলবে, আজান শ্রবণকারী তার অনুরূপই বলার প্রতি এই হাদীস উৎসাহ প্রদান করে। তবে আজানে মুয়াজ্জিন যখন বলবেঃ

حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ

(অর্থঃ ফরজ নামাজ জামাআতের সহিত আদায় করার জন্য এসো! এবং দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ অর্জনের উদ্দেশ্যে এসো!)
তখন আজান শ্রবণকারী বলতে পারেঃ

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللّٰهِ

(অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া আমার কার্যসিদ্ধির বা অভিষ্টলাভের সঠিক কোনো উপায় বা কৌশল নেই এবং প্রকৃত কোনো শক্তিও নেই) ।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২ - (৩৮৫)]

৩। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ জামাআতের সহিত আদায় করার জন্য ইসলামী শরীয়তের মধ্যে আজান দেওয়ার নিয়ম এসেছে।

দোয়ার আদবকায়দা

٢٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا دَعَا أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ، وَلاَ يَقُوْلَنَّ: اَللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ؛ فَأَعْطِنِيْ؛ فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ".

(صـــحيح البخـــاري، رقـــم الحـــديث ٦٣٣٨، وصـــحيح مســـلم، رقـــم الحـــديث ٧- (٢٦٧٨)، واللفظ للبخاري).

২৩। আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন দোয়া করবে, তখন যেন সে দৃঢ়তার সহিত দোয়া করে, এবং কেউ যেন এরূপ না বলে যে, হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে দাও; কেননা আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩৩৮ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭-(২৬৭৮), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

*** ২৩ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

* ২৩ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১। আল্লাহর কাছে মুসলিম ব্যক্তির দোয়া ও প্রার্থনা দৃঢ়তার সহিত করা উচিত।

২। আল্লাহর কাছে দোয়া কবুল হওয়ার আশায়, মুসলিম ব্যক্তির দোয়া করার জন্য সচেষ্ট থাকা, এবং দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ অর্জনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে একান্ত মনে কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা করাও উচিত।

৩। আল্লাহর কাছে দোয়া ও প্রার্থনা কবুল হওয়ার আশায়, কোনো মুসলিম ব্যক্তির কোনো মহাপুরুষ, মুরশিদগণ অথবা অন্য কারও মাধ্যম ধরার প্রয়োজন নেই।

মরণাপন্ন ব্যক্তিকে কালেমা স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত

٢٤- عَـــنْ أَبِـــيْ هُرَيْـــرَةَ ﷺ قَـــالَ: قَـــالَ رَسُـــوْلُ اللَّهِ ﷺ: "لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٢- (٩١٧)).

২৪। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের মরণোন্মুখ ব্যক্তিদেরকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ) আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য (মাবুদ) নেই) স্মরণ করিয়ে দাও"।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২ - (৯১৭)]

*** ২৪ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ২৪ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। মরণাপন্ন অথবা মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে কালেমা তয়্যিবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ) স্মরণ করিয়ে দেওয়া

একটি পছন্দীয় কাজ; তাই এর ফলে তার উত্তম পরিণতি হতে পারে আল্লাহর হুকুমে।

২। কালেমা তয়্যিবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) কে অন্তরে বিশ্বাস করা, মৌখিক বার বার পাঠ করা এবং তার দাবি অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা, আল্লাহর হুকুমে জান্নাত লাভের উপাদান।

৩। এই মহা পবিত্র কালেমা তয়্যিবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"

(لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ)

এর উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলাম ধর্মের বুনিয়াদ; তাই এটাই হচ্ছে মুসলিমগণের দুনিয়া ও আখেরাতে পরিত্রাণের সম্বল।

ফরজ নামাজ জামাআতের সহিত আদায় করার মর্যাদা

٢٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٤٥، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٢٥٠- (٦٥٠)، واللفظ للبخاري).

২৫। আব্দুল্লাহ বিন ওমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “জামায়াতের সহিত নামাজ পড়া, একাকী নামাজ পড়ার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি উত্তম”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৫ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫০ - (৬৫০), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

*** ২৫ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৭ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ২৫ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ জামাআতের সহিত আদায় করা, একাকী নামাজ পড়ার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি উত্তম।

২। এই হাদীস পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ জামাআতের সহিত আদায় করার মর্যাদা উল্লেখ করে ।

৩। ভাল কাজে আগ্রহান্বিতকরণ হচ্ছে ইসলামী দাওয়াতের একটি স্টাইল বা পদ্ধতি; সুতরাং পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ জামাআতের সহিত আদায় করার প্রতি এই হাদীসে আগ্রহান্বিতকরণের পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়েছে।

কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করা উচিত নয়

٢٦- عَــنْ أَبِــيْ هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ عَــنِ الــنَّبِيِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: " لاَ يَسْــتُرُ عَبْــدٌ عَبْــداً فِــيْ الــدُّنْيَا، إِلاَّ سَــتَرَهُ اللّٰهُ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٧٢- (٢٥٩٠)).

২৬। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী কারীম [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেছেন, নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: "কোন মানুষ যদি অন্য কোন মানুষের দোষ-ত্রুটি দুনিয়াতে গোপনে রাখে, তাহলে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপনে রাখবেন"।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭২ - (২৫৯০)]

*** ২৬ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ২৬ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। একজন মুসলিম ব্যক্তির উচিত: সে যেন অন্য কোন মুসলিম ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি গোপনে রাখে, এবং তার আত্মা ও আচরণ পরিশুদ্ধ করার জন্য তাকে গোপনে সদুপদেশ প্রদান করে। এই নিয়মটি মুসলিম মহিলাগণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ।

২। কোন মুসলিম ব্যক্তি অন্য কোন মুসলিম ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি দুনিয়াতে গোপনে রাখলে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপনে রাখবেন এবং তাকে লাঞ্ছিত করবেন না।

৩। ইসলাম ধর্মের কতকগুলি উদ্দেশ্য রয়েছে, তার মধ্যে একটি উদ্দেশ্য হল: মানুষের আত্মা ও আচরণ পরিশুদ্ধকরণ; সুতরাং তাদেরকে কারও সামনে লাঞ্ছিত করা উদ্দেশ্য নয়।

আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য মানত করা অবৈধ

٢٧- عَــنْ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللَّـــهُ عَنْهَــا عَــنِ الــنَّبِيِّ صَــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَــلَّمَ قَـــالَ: "مَـــنْ نَـــذَرَ أَن يُّطِيْـــعَ اللّٰهَ؛ فَلْيُطِعْـــهُ، وَمَـــنْ نَـــذَرَ أَن يَعْصِـــيَهُ؛ فَلاَ يَعْصِهِ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٦٩٦).

২৭। নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রিয়তমা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন, নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের জন্য মানত করবে, সে যেন তা পূর্ণ করে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন

করার জন্য মানত করবে, সে যেন তা পূর্ণ না করে”। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৬৯৬]

*** ২৭ নং হাদীস বর্ণনাকারীণী সাহাবীয়াহ এর পরিচয় পূর্বে ১২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ২৭ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। আল্লাহর আনুগত্যের জন্য মানত করলে, সেটি পূরণ করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

২। যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য, অথবা আল্লাহর সীমা লঙ্ঘনের জন্য মানত করা হয়, তাহলে সে মানত পূরণ করা হারাম।

৩। সৎকার্যসিদ্ধি বা সৎঅভিষ্টলাভের উদ্দেশ্যে জীবনের প্রতিটি শাখায় ইসলামী আদব-কায়দা ও বিধি-বিধান শক্ত করে আঁকড়ে ধরা, এবং এই ইসলামী আদব-কায়দা ও বিধি-বিধানের বিপরীত আচরণ, অভ্যাস এবং প্রথা বর্জন করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর ভালবাসার বিবরণ

٢٨- عَـنْ أَنَـسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ قَـالَ: قَـالَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: "لاَ يُـؤْمِنُ أَحَـدُكُمْ حَتَّـى أَكُـوْنَ أَحَـبَّ إِلَيْـهِ مِـنْ وَالِـدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ١٥، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٧٠- (٤٤)، واللفظ للبخاري).

২৮। আনাস [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকটে তার পিতা, সন্তানসন্ততি এবং অন্য সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হবো"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭০ -(৪৪), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

*** ২৮ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ২৮ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীসে ভালবাসা বলতে ঐচ্ছিক ভালবাসা বুঝানো হয়েছে, এবং এই ভালবাসার মধ্যে থাকবে শ্রদ্ধাসহ, বড়ত্ব, আশীষ ও সহানুভূতির একান্ত ভাব এবং অনুসরণ।

২। জীবনের বাসনা এবং মনের প্রবৃত্তির উপর আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর সঠিক আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়া অপরিহার্য।

৩। আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর অধিকার সকল মানুষের অধিকারের ঊর্ধ্বে।

শবে কাদারের (লাইলাতুল কাদারের) মর্যাদা

٢٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدَرِ فِيْ الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَّمَضَانَ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٢٠١٧).

২৯। নাবী কারীম [ﷺ] এর প্রিয়তমা আয়েশা [رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا] থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তোমরা রমাজান মাসের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলিতে শবে কাদারের (লাইলাতুল কাদারের) সন্ধান করো"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০১৭]

*** ২৯ নং হাদীস বর্ণনাকারীণী সাহাবীয়াহ এর পরিচয় পূর্বে ১২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ২৯ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীস দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, শবে কাদার (লাইলাতুল কাদার) রমাজান মাসের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলিতেই নির্ধারিত রয়েছে।

২। রমাজান মাসের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলিতে আল্লাহর ইবাদতে সচেষ্ট থাকার প্রতি এই হাদীস উৎসাহ প্রদান করে।

৩। শবে কাদার (লাইলাতুল কাদার) কে লুক্কায়িত বা অপ্রকাশিত রাখার তাৎপর্য হচ্ছে: এই পবিত্র রাতগুলিতে আল্লাহর ইবাদতে বেশি মগ্ন থাকা।

অন্যের জন্য অসাক্ষাতে দোয়া করার মর্যাদা

٣٠- عَنْ أَبِي الدَرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٨٦- (٢٧٣٢)).

৩০। আবুদ্দারদা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি যখন তার অন্য কোনো মুসলিম ভাইয়ের জন্য অসাক্ষাতে (অথবা অপ্রকাশিতভাবে) দোয়া করবে, তখন ফেরেশতা বলবেন: তোমার জন্যেও অনুরূপ মঙ্গল হোক"।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৬ - (২৭৩২)]

*** ৩০ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আবুদ্দারদা, তিনি ওয়াইমের বিন কাইস আল্ খাজ্রাজী আল্ আন্সারী, একজন বিখ্যাত সাহাবী। বদরের যুদ্ধের দিন তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। এই উম্মতের একজন বিশিষ্ট বিচক্ষণ মানুষ (حكيم هذه الأمة) হিসেবে তিনি উপাধি লাভ করেছেন। দামেশকে তিনি বিচারপতি ও কারীগণের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর জীবদ্দশাতে পবিত্র কুরআনের একত্রিতকরণ, সংরক্ষণ সংক্রান্ত এবং মুখস্থকরণে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সাহাবীগণের মধ্যে জ্ঞান, বিদ্যা, ইবাদত ও পরহেজগারিতায় অনুকরণীয় সাহাবী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

হাদীস গ্রন্থে তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত ১৭৯ টি হাদীস পাওয়া যায়। তিনি সন ৩২ হিজরীতে অথবা ৩১ হিজরীতে ৭২ বছর বয়সে তৃতীয় খলিফা ওসমান বিন আফ্ফানের শাহাদতবরণের তিন বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন (رضي الله عنهما)।

*** ৩০ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। কোনো মুসলিম পুরুষ অথবা নারীর জন্য তার অসাক্ষাতে (অথবা অপ্রকাশিতভাবে) দোয়া করার মর্যাদা বর্ণনা করে এই পবিত্র হাদীস।

২। নিজের আত্মা, মাতা-পিতা, সহধর্মিণী, সন্তান-সন্ততি এবং নিকটাত্মীয়-স্বজনসহ সকল নারী-পুরুষ মুসলিমগণের জন্য বেশি বেশি দোয়া করার প্রতি এই হাদীস উৎসাহ প্রদান করে।

৩। অধিকাংশ দোয়া অপ্রকাশিতভাবেই হওয়া উচিত।

আত্মহত্যা করা একটি মহাপাপ

٣١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَلَّذِيْ يَخْنُقُ نَفْسَهُ، يَخْنُقُهَا فِيْ النَّارِ، وَالَّذِيْ يَطْعُنُهَا، يَطْعُنُهَا فِيْ النَّارِ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ١٣٦٥).

৩১। আবু হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর দ্বারা নিজেই শ্বাসরোধ করে নিজের আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি ভীষণ জাহান্নামের আগুনে নিজের শ্বাসরোধ করে নিজেকে শাস্তি দিতে থাকবে, আর যে ব্যক্তি কোনো অস্ত্রের দ্বারা নিজেই নিজের আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তিও ভীষণ

জাহান্নামের আগুনে সেই অস্ত্রের দ্বারা নিজেকে শাস্তি দিতে থাকবে"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৬৫]

*** ৩১ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৩১ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। আল্লাহর একত্ববাদে প্রকৃত ঈমানদার তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকারীগণ, (অন্তর থেকে মহান আল্লাহর প্রতি শির্ক মুক্ত সঠিক ঈমান স্থাপনকারীগণ) যদি মহাপাপে [কবিরাহ গুনাহতে] নিপতিত হয়, এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা না করেন, তাহলে তারা ভীষণ জাহান্নামের অগ্নিতে শাস্তিভোগ করার পর মুক্তিলাভ করবে; কারণ তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না।

২। যে ব্যক্তি নিজের আত্মহত্যা করাটা বৈধ মনে করবে, সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে এবং ভীষণ জাহান্নামে চিরকাল থাকবে।

৩। মহান আল্লাহর ভীষণ শাস্তি, পাপের অনুরূপ পদ্ধতিতে হয়ে থাকে।

সঠিক পন্থায় হজ্জ পালনের মর্যাদা

٣٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كيوَمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ١٥٢١، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٤٣٨- (١٣٥٠)، واللفظ للبخاري).

৩২। আবু হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আমি নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ পালন করবে এবং তাতে যৌনমিলন (অথবা স্ত্রী-পুরুষের সংগমসম্বন্ধীয় ক্রীড়া) ও শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারবে, সে ব্যক্তি হজ্জ পালনের পর এমন অবস্থায় ফিরে আসবে যে, তার মা যেন তাকে সেই দিনই নবজাত শিশুরূপে প্রসব করল”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২১ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৩৮ -(১৩৫০), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** ৩২ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৩২ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। হজ্জ পালনের মাধ্যমে হজ্জের পূর্বের সমস্ত গুনাহ ও পাপ মোচন করা হয়।

২। হজ্জ যদি গৃহীত হয় তাহলে হজ্জের মাধ্যমে পূর্বের সমস্ত গুনাহ বা পাপ মোচন করা হয়।

৩। মহাপাপ [কবিরাহ গুনাহ] মাফ হওয়ার বিষয়টি আন্তরিক তওবা এবং তার শর্তসমূহ বাস্তবায়নের উপর নির্ভরশীল।

উপহারের বিনিময়ে উপহার প্রদানের বিবরণ

٣٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا.

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٢٥٨٥).

৩৩। নাবী কারীম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর প্রিয়তমা আয়েশা [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] উপহার গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদান দিতেন।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৮৫]

*** ৩৩ নং হাদীস বর্ণনাকারীণী সাহাবীয়াহ এর পরিচয় পূর্বে ১২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৩৩ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। সম্মানের সহিত উপহার আদান-প্রদানের মাধ্যমেই মানুষের মাঝে গড়ে উঠে সুসম্পর্ক।

২। উপহার অপমানজনক না হলে তা গ্রহণ করা উচিত।

৩। উপহারের প্রতিদান দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, উপহারের বিনিময়ে উপহার প্রদানকারীকে এমন একটি অন্য উপহার দেওয়া উচিত, যার মূল্য কমপক্ষে উপহারের সমতুল্য যেন হয়।

ইসলাম ধর্মে সচ্চরিত্রের মর্যাদা

٣٤- عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِيْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيْءَ".

(جامع الترمذي، رقم الحديث ٢٠٠٢، قال الترمذي: ٠٠٠ هذا حديث حسن صحيح، وسنن أبي داود، رقم الحديث ٤٧٩٩، واللفظ للترمذي، وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: صحيح).

৩৪। আবুদ্দারদা [ﷺ] থেকে বর্ণিত যে নিশ্চয় নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: "কিয়ামতের দিন প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তির নেকীর পাল্লা ভারী করার জন্য সচ্চরিত্রের চেয়ে উত্তম জিনিস আর কিছুই নেই, আর আল্লাহ অশালীন ব্যবহারের মানুষকে ঘৃণা করেন"।

[জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ২০০২, এবং সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭৯৯, --- ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

*** ৩৪ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩০ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৩৪ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। ইসলামের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তার মধ্যে হতে একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, ইসলাম সচ্চরিত্রের ধর্ম।

২। যদি কোনো মানুষ সঠিক ঈমানদার (অন্তর থেকে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী) হয়, তাহলে তার সচ্চরিত্র তার জন্য দুনিয়াতে এবং পরকালে মঙ্গলদায়ক হবে।

৩। আল্লাহর সাথে শির্ক করা, কুফরী করা, বিভিন্ন পাপে লিপ্ত হওয়া এবং ইসলাম ধর্মে কোনো বিদ্আত সৃষ্টি করা, নিকৃষ্ট চরিত্রের আলামতের অন্তর্ভুক্ত।

কোনো সঠিক ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তিকে ফাসেক কিংবা কাফের বলে আখ্যাত করা উচিত নয়

٣٥- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوْقِ، وَلاَ يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ، إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَّمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٠٤٥).

৩৫। আবু জার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নিশ্চয় নাবী কারীম [ﷺ] কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন: "কোন ব্যক্তি যখন অন্য কোন ব্যক্তিকে ফাসেক কিংবা কাফের বলবে, তখন যদি সেই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ফাসেক কিংবা কাফের না হয়, তাহলে যে ব্যক্তি এইগুলি বলবে, সেই ব্যক্তির দিকেই এইগুলি ফিরে আসবে"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৪৫]

*** ৩৫ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আবু জার তিনি জুন্দুব বিন জুনাদা আল্ গিফারী, একজন গৌরবময় বিখ্যাত সাহাবী, তিনি ওই সমস্ত সাহাবীদের মধ্যে একজন ছিলেন, যাঁরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। দানশীলতা ও উদারতায় তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন; তাই তিনি ধনসম্পদ কিছুই জমা রাখতেন না, মদীনাতে

তিনি ফতোয়া দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োজিত ছিলেন।

হাদীস গ্রন্থে তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত ২৮১ টি হাদীস পাওয়া যায়।

অতঃপর তিনি শাম দেশের যাত্রা করে, অবশেষে আর্‌রাব্‌জা (মদীনা হতে রিয়াদ পথে ১০০ কিলোমিটার দূরে) নামক স্থানে অবস্থান করেন এবং সেখানেই তিনি ৩১ হিজরীতে অথবা ৩২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন (رضي الله عنه)। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ [رضي الله عنه] তাঁর জানাযার নামাজ পড়েছিলেন [رضي الله عنه]।

*** ৩৫ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীসের দ্বারা এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি কোনো সঠিক ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তিকে কাফের বলে আখ্যাত করবে, সে নিজেই কাফের হয়ে যাবে।

২। এই হাদীসের দ্বারা এটাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি কোনো সঠিক ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তিকে ফাসেক বলে আখ্যাত করবে, সে নিজেই ফাসেক হয়ে যাবে।

৩। কোনো সঠিক ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তিকে কাফের কিংবা ফাসেক বলে আখ্যাত করা হতে এই হাদীস কঠোরভাবে সতর্কবাণী বহন করে।

মুসলিম ব্যক্তির রক্তপাত ও ধনসম্পদ অপহরণ এবং সম্মাননাশ করা হারাম

٣٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ".

(سنن ابن ماجه، رقم الحديث ٣٩٣٣، وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: صحيح، وأيضا: صحيح مسلم، جزء من رقم الحديث ٣٢- (٢٥٦٤)).

৩৬। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির রক্তপাত, ধনসম্পদ অপহরণ এবং সম্মাননাশ করা হারাম"।

[সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৩৩, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্‌আল্‌বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩২ - (২৫৬৪) এর অংশবিশেষ]।

*** ৩৬ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৩৬ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীসের দ্বারা এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির রক্তপাত, ধনসম্পদ অপহরণ এবং সম্মাননাশ করা হারাম।

২। কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে, কোনো পদ্ধতিতে কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া হারাম।

৩। একজন মুসলিম ব্যক্তির উপর অন্য একজন মুসলিম ব্যক্তির সম্মান করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য; সুতরাং সে তার উপকার করার জন্য ও তাকে আনন্দিত রাখার জন্য সব সময়ে তৎপর থাকবে।

সূর্যাস্তের পরে পরেই রোজা ইফতার করা উচিত

٣٧- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ، مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ١٩٥٧، وأيضاً: صحيح مسلم، رقم الحديث ٤٨-(١٠٩٨)).

৩৭। সাহল বিন সায়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন: “প্রকৃত ঈমানদার মুসলিমগণ, মঙ্গলের মধ্যেই থাকবে, যতদিন তারা সূর্যাস্তের পর তাড়াতাড়ি রোজা ইফতার করতে থাকবে”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৫৭ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৮ -(১০৯৮)]

*** ৩৭ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আবুল আব্বাস সাহ্ল বিন সা'দ আস্‌সায়িদী আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) একজন অন্যতম বিশিষ্ট সাহাবী। হাদীস গ্রন্থে তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হাদীস ১৮৮ টি পাওয়া যায়। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওফাত কালে এই সাহাবীর বয়স ছিল ১৫ বছর। তিনি মদীনাতে ৯১ হিজরীতে অথবা ৮৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

* ৩৭ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১। এই হাদীসের দ্বারা এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে কোনো মুসলিম ব্যক্তির উচিত, সে যেন সূর্যাস্তের বিষয়টি নিজে দেখে অথবা নির্ভরযোগ্য খবরের মাধ্যমে সঠিকভাবে জেনে নেওয়ার পরে পরেই তাড়াতাড়ি রোজা ইফতার করে।

২। সূর্যাস্তের পরে পরেই তাড়াতাড়ি রোজা ইফতার করার মধ্যে এই রহস্য রয়েছে যে, দিনের কোনো অংশকে যেন রাত্রির অন্তর্ভুক্ত না করা হয়।

৩। মুসলিমগণের মধ্যে মঙ্গল বিরাজ করার বিষয়টি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুকরণের উপর নির্ভরশীল।

দান অথবা উপহার প্রত্যাহার করা অনুচিত

٣٨- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَلْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِيْ قَيْئِهِ".

(صـــحيح البخـــاري، رقـــم الحـــديث ٢٦٢١، وصـــحيح مســـلم، رقـــم الحـــديث ٧- (١٦٢٢)، واللفظ للبخاري).

৩৮। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: "দান করে তা প্রত্যাহারকারী, বমি করে তা আবার ভক্ষণকারীর ন্যায়"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬২১ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭ -(১৬২২), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

*** ৩৮ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস [رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا] একজন বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ সাহাবী। তাঁর কুনিয়াত [ডাকনাম] আবুল আব্বাস। ইমামুত্ তাফসীর হিসেবে তিনি উপাধি লাভ করেছেন। তিনি আল্লাহর রাসূলের চাচাতো ভাই। হিজরতের তিন বছর পূর্বে

তিনি মক্কাতে শেবে আবী তালেব নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, হাশিম বংশের লোকেরা উক্ত স্থান থেকে বেরিয়ে আসার আগেই। অতঃপর নাবী কারীম [ﷺ] এর সান্নিধ্যে থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হলো ১৬৬০ টি। আল্লাহর রাসূলের মৃত্যুবরণের সময় তার বয়স ছিল ১৩ বছর। আলী বিন আবী তালেব [رضي الله عنه] তাঁকে বসরা শহরের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি সন ৬৮ হিজরীতে তায়েফ শহরে ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, এই বিষয়ে অন্য উক্তিও রয়েছে।

*** ৩৮ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীসের দ্বারা এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোনো ব্যক্তিকে কোনো জিনিস দান-খয়রাত করার পর তা প্রত্যাহার করা জায়েজ নয়।

২। কোনো ব্যক্তিকে কোনো জিনিস দান-খয়রাত করার পর, অথবা উপহার দেওয়ার পর তা প্রত্যাহার করা হতে, এই হাদীস কঠোরভাবে সতর্কবাণী বহন করে। তবে হ্যাঁ, কোনো

কারণবশত নিজের সন্তানসন্ততির কাছ থেকে তা প্রত্যাহার করা বৈধ।

৩। ইসলাম ধর্মে উদাহরণ দেওয়ার বিষয়টি হচ্ছে দাওয়াত প্রদান, প্রতিপালন এবং শিক্ষাদানের একটি পদ্ধতি। যেমন ভাবে এই পদ্ধতির বিবরণ এই হাদীসে এসেছে।

উদারচিত্তের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য

٣٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ, وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٦٩- (٢٥٨٨)).

৩৯। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ [ﷺ] হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "দান করার কারণে ধনসম্পদ কমে যায় না, আর কেউ ক্ষমা করলে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়-নম্রতা দেখাবে, আল্লাহ তার মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন"।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৯ - (২৫৮৮)]

*** ৩৯ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৩৯ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। দান ও ক্ষমা করার প্রতি এবং আল্লাহর জন্য বিনয়-নম্রতা দেখাবার প্রতি এই হাদীসটি উৎসাহ প্রদান করে। কারণ এইগুলি হচ্ছে উদারচিত্তের এবং শ্রেষ্ঠ ও মহৎ মনুষ্যত্ব বহনকারী ব্যক্তিগণের বৈশিষ্ট্য।

২। যে সমস্ত মানুষ দানশীলতা, ক্ষমা এবং বিনয়-নম্রতার গুণে গুণান্বিত হবে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন।

৩। অন্তর থেকে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) স্থাপন করার সাথে সাথে দানশীলতা, ক্ষমা এবং বিনয়-নম্রতার গুণে গুণান্বিত হওয়াটা সম্ভ্রান্ত ইসলামী সমাজের বুনিয়াদ।

রমাজানের এক দিন অথবা দুই দিন আগে থেকে রোজা রাখা নিষিদ্ধ

٤٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ تَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا؛ فَلْيَصُمْهُ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٢١- (١٠٨٢)، وصحيح البخاري، رقم الحديث ١٩١٤، واللفظ لمسلم).

৪০। আবু হুরায়রাহ [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তোমরা কেউ রমাজানের এক দিন অথবা দুই দিন আগে থেকে রোজা রাখা শুরু করবে না, তবে কেউ যদি উক্ত দিনগুলিতে রোজা রাখার অভ্যাসে অভ্যাসিত হয়, তাহলে সে উক্ত দিনগুলিতে রোজা রাখতে পারবে"।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১ -(১০৮২), এবং সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯১৪, তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

*** ৪০ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৪০ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। যে ব্যক্তি বিভিন্ন রোজা রাখার অভ্যাসে অভ্যাসিত, সে ব্যক্তি ছাড়া রমাজানের এক দিন অথবা দুই দিন আগে থেকে রমজান মাসকে স্বাগত জানানোর জন্য রোজা রাখা এই হাদীসের দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২। ইসলাম ধর্মে সমস্ত ইবাদতের মূল ভিত্তি হল: দলীল দ্বারা নির্দিষ্ট পরিধিতে পরিবেষ্টিত; তাই কোনো ইবাদত আল্লাহ ও তদীয় রাসূল [ﷺ] এর অনুমতি ছাড়া গৃহীত নয়।

কালেমা তয়্যিবার মর্যাদা

٤١ - عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ".

(سنن أبي داود، رقم الحديث ٣١١٦، قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: صحيح).

৪১। মোয়াজ বিন জাবাল [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “যে ব্যক্তির শেষ কথা হবে: “লা

ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) (অর্থ: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য (মাবুদ) নেই), সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে”।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩১১৬, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্‌আল্‌বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন] ।

*** ৪১ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

মোয়াজ বিন জাবাল বিন আম্‌র বিন আওস, আবু আব্দুর রহমান আল্‌ আন্‌সারী, তিনি সাহাবীগণের মধ্যে মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। আকাবার বায়আত অনুষ্ঠান, বদরের যুদ্ধসহ রাসূল [ﷺ] এর সাথে সমস্ত যুদ্ধে তিনি যোগদান করেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর।

তিনি সাহাবীগণের মধ্যে শরীয়তের হালাল-হারাম সম্পর্কে ছিলেন অধিক জ্ঞানের আধার। হাদীস গ্রন্থে তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত ১৫৭ টি হাদীস পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁকে ইয়ামান দেশের আমীর নিযুক্ত করেই সেখানে পাঠিয়েছিলেন, এবং নাবী কারীম [ﷺ] এর মৃত্যুবরণের পর তিনি আবার মদীনায় ফিরে আসেন, অবশেষে তিনি শাম দেশে অবস্থান করেন এবং সেখানেই সন ১৮ হিজরীতে অথবা ১৭ হিজরীতে ৩৪ বছর বয়সে মহামারী রোগে (প্লেগে) মৃত্যুবরণ করেন।

*** ৪১ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীস কালেমা তয়্যিবা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”

(لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ) (অর্থ: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য (মাবুদ) নেই) এর মর্যাদা বর্ণনা করে ।

২। যে ব্যক্তির শেষ কথা হবে: “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”

(لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ)

সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে; সুতরাং সে ব্যক্তি কোনো দিন জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। কিন্তু তার যদি মহাপাপ থাকে, তাহলে জাহান্নামে মহাপাপের শাস্তি ভোগ করার পর সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে; কারণ সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না।

৩। যে ব্যক্তি এই মহাকালেমা তয়্যিবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ) কে অন্তরে বিশ্বাস করে নিজের জীবনে বারংবার পাঠ করার অভ্যাসে অভ্যাসিত হবে, সে ব্যক্তি মরণের সময় আল্লাহর হুকুমে এই মহাকালেমা তয়্যিবা সহজে পাঠ করতে পারবে।

দুমুখো ব্যক্তি ঘৃণিত

٤٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، اَلَّذِيْ يَأْتِيْ هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ، و هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٩٨- (٢٥٢٦)، وهو واقع بين الرقمين ٩٦- (٢٦٠٤)، ١٠١- (٢٦٠٥)، وصحيح البخاري، رقم الحديث ٧١٧٩، واللفظ لمسلم).

৪২। আবু হুরায়রাহ [﵁] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “মানুষের মধ্যে নিশ্চয় সেই

ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি নিকৃষ্ট, যে ব্যক্তি দুমুখো (দুরকম কথা বলে); তাই সে এক দলের মানুষের কাছে একরূপ কথা বলতে যাবে, এবং অন্য দলের মানুষের কাছে অন্যরূপ কথা বলতে যাবে” (দুইজনের মধ্যে বা দুইদলের মধ্যে শত্রুতা কিংবা দ্বন্দ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে)।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮ -(২৫২৬), এই হাদীস নং টি রয়েছে হাদীস নং ৯৬ -(২৬০৪) ও ১০১- (২৬০৫) এর মধ্যে, এবং সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭১৭৯, তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

*** ৪২ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৪২ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। চুগলি করা হচ্ছে একটি মহাপাপ; তাই এতে থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব।

২। চোগলখোর ব্যক্তি চুগলি করার জন্য বিভিন্ন দলের মানুষের কাছে বিভিন্নরূপে আসে, আর সে নিজেকে তাদেরই লোক এবং অন্যদের শত্রু ও ঘৃণাকারী হিসেবে প্রকাশ করে।

৩। যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তি বিভিন্ন দলের মানুষের কাছে মীমাংসার উদ্দেশ্যে বিভিন্নরূপে আসে, তাহলে এই কাজটি তার প্রশংসিত কাজ বলে গণ্য করা হবে, ঘৃণিত কাজ বলে বিবেচিত হবে না।

৪। ইসলাম ধর্ম মানব সমাজে মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, এবং উদ্বেগ, অশান্তির [অস্থিরতার] সমস্যাগুলির সমাধান করতে চাই।

পথের যন্ত্রণাদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলার মর্যাদা

٤٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ بِطَرِيْقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ؛ فَأَخَذَهُ؛ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ". (صحيح البخاري، رقم الحديث ٢٤٧٢، وأيضا: صحيح مسلم، رقم الحديث ١٦٤- (١٩١٤)، واللفظ للبخاري).

৪৩। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “একদা এক ব্যক্তি পথ ধরে যাচ্ছিল, ইতি মধ্যে সেই ব্যক্তি পথে কাঁটাযুক্ত একটি ডাল পেল, তখন ডালটি সে দূরে সরিয়ে ফেলে দিল; তাই আল্লাহ তার এই কাজটি সাদরে গ্রহণ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৭২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৪ -(১৯১৪) তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

*** ৪৩ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৪৩ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীস পথের কষ্টদায়ক বস্তু দূরে সরিয়ে ফেলে দেওয়ার মর্যাদা বর্ণনা করে।

২। এখানে কষ্টদায়ক বলতে পথের কষ্টকর বা যন্ত্রণাদায়ক বস্তু বুঝানো হয়েছে।

৩। পথের কষ্টদায়ক বস্তু দূরে সরিয়ে ফেলে দেওয়ার কাজটি হচ্ছে ঈমানের একটি অংশবিশেষ।

আল্লাহর গজব (ক্রোধ) অপেক্ষা তাঁর করুণা প্রবল

٤٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِيْ كِتَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ؛ فَهُوَ مَوْضُوْعٌ عِنْدَهُ: إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِيْ ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ١٦- (٢٧٥١)، وصحيح البخاري، رقم الحديث ٧٥٥٤، واللفظ لمسلم).

৪৪। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “আল্লাহ যখন সৃষ্টিজগৎ সৃজন করার

বিষয়টি স্থির করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর কিতাবে (লাওহে মাহ্ফূজে) স্বসত্তার উপর নিজের কর্তব্য হিসেবে একটি বিষয় লিপিবদ্ধ করেছিলেন, সুতরাং সেই বিষয়টি তাঁর নিকটে সংরক্ষিত আছে, আর বিষয়টি হল: নিশ্চয় আমার গজব (ক্রোধ) অপেক্ষা আমার করুণা প্রবল"।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬ -(২৭৫১), এবং সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫৫৪, তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে]।

*** ৪৪ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৪৪ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত অসীম; তাই তাঁর রহমত হতে নিরাশ হওয়া বৈধ নয়।

২। আল্লাহর গজব (ক্রোধ) হতে সতর্ক থাকা ওয়াজিব; তাই তাঁর আজাব (ভীষণ শাস্তি) হতে নিশ্চিতভাবে শঙ্কাহীন হওয়া জায়েজ নয়।

৩। আল্লাহর রহমত প্রশস্ত বা অসীম হওয়ার কারণে গুনাহ, পাপ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া জায়েজ নয়।

ইসলাম ধর্মে মুসলিম মহিলার মর্যাদা

٤٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ" قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث٦٩٧٠، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٦٤- (١٤١٩)، واللفظ للبخاري).

৪৫। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "বিধবা নারীর পরামর্শ ছাড়া যেন তার বিবাহ না দেওয়া হয়, এবং কুমারী (অবিবাহিতা) মেয়ের অনুমতি ছাড়া যেন তারও বিবাহ না দেওয়া হয়" সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! তার অনুমতি কি ভাবে হবে? তিনি বললেন: "তার নীরব থাকাটাই তার অনুমতি বিবেচিত হবে"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৯৭০ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৪ -(১৪১৯) তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

*** ৪৫ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৪৫ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। এই হাদীসে ("الْأَيِّمُ" বিধবা নারী) বলতে পতিহীনা নারীকে বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎঃ যেই নারীর স্বামী মৃত, অথবা যেই নারীকে তার স্বামী তালাক দিয়েছে।

এই হাদীসে ("الْأَيِّمُ" বিধবা নারী) বলতে পতিহীনা নারীকেই বুঝানো হয়েছে; কারণ এর বিপক্ষে রয়েছে ("الْبِكْرُ" কুমারী) অবিবাহিতা কন্যার কথা।

২। সাবালিকা বিধবা নারীর বিবাহ দেওয়া, তার সম্মতি বা স্বীকৃতি ছাড়া বৈধ নয়।

৩। সাবালিকা কুমারী (অবিবাহিতা) মেয়ের বিবাহ দেওয়া, তার অনুমতি ছাড়া নিষিদ্ধ। যদিও তার অনুমতি নীরব থাকার মাধ্যমে হয় তবুও তা গ্রহণীয়।

৪। ইসলাম ধর্মে মুসলিম মহিলার পুরোপুরি মর্যাদা রয়েছে। তাই তাকে তার স্বাধীনতা প্রদান করে এবং অভিভাবকদের অন্যায় ও অমঙ্গল হতে তার অধিকারগুলোর সংরক্ষণ করে।

নিজের পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালন করা অপরিহার্য

٤٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ١٤٢٦).

৪৬। আবু হুরায়রাহ [﵁] থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [ﷺ] হতে বর্ণনা করেছেন, নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: “অভাবমুক্ত অবস্থায় দান করাটাই হচ্ছে সর্বোত্তম দান, তবে

সর্বপ্রথমে তুমি তোমার নিজের পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালন করো”। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪২৬]

*** ৪৬ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৪৬ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। স্বয়ং দানকারী এবং তার পোষ্যবর্গ অভাবমুক্ত অবস্থায় থাকলে, সে অন্য মানুষকে সদকা দান করতে পারে।

২। অন্য মানুষকে সদকা দান প্রদান করার আগে মুসলিম ব্যক্তির নিজের এবং তার পোষ্যবর্গের জীবনযাত্রার সমস্ত খরচ বহন করা ওয়াজিব।

৩। মুসলিম ব্যক্তির জন্য এটা জায়েজ নয় যে, সে নিজের পোষ্যবর্গকে ভিক্ষার পথে ছেড়ে দিয়ে স্বয়ং অন্য মানুষকে সদকা বা দান প্রদান করবে।

বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার সম্বল

٤٧- عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ اَلسُّلَمِيَّةِ رضي الله عنها أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: "إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّهُ شَيْءٌ، حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٥٥- (٢٧٠٨)).

৪৭। খাওলা বিনতে হাকীম আস্‌সুলামীইয়া [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয় তিনি রাসূলুল্লাহ [ﷺ] কে বলতে শুনেছেন: রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে হতে কোন ব্যক্তি যখন কোন স্থানে অবতরণ করবে, তখন যেন সে বলেঃ

"أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ"

("আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের দ্বারা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি, তাঁর সৃষ্টি জগতের সমস্ত অমঙ্গল হতে")।

তাহলে সেখান থেকে প্রস্থান করা পর্যন্ত সেখানে তার কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন হবে না"।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৫ -(২৭০৮)]

*** ৪৭ নং হাদীস বর্ণনাকারীণী সাহাবীয়াহ এর পরিচয়:**

খাওলা বিনতে হাকীম আস্‌সুলামীইয়া উম্মু শারীক, ওসমান বিন মাজ্‌উনের সহধর্মিণী, তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধা বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী একজন মহিলা সাহাবী। হাদীস গ্রন্থে তাঁর ১৫ টি হাদীস বর্ণিত পাওয়া যায়।

তাঁর স্বামী ওসমান বিন মাজ্‌উন (رضي الله عنه) হিজরতের ৩০ মাস পর মৃত্যুবরণ করেন।

তবে খাওলা বিনতে হাকীম তাঁর স্বামী ওসমান বিন মাজ্‌উনের মৃত্যুবরণের পর অনেক দিন যাবৎ বেঁচে ছিলেন; তাই তিনি রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর এবং তাঁর পবিত্র বিবিগণের সেবা

করতেন। এই ভাবে তিনি সফরে ও বাসস্থানে আল্লাহর রাসূলের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর সাথে ছিলেন মক্কা বিজয়ের যুদ্ধে, হোনাইন বিজয়ের যুদ্ধে এবং অন্যান্য আরও সমস্ত যুদ্ধে। আর মুসলিমগণ যখন আল্লাহর সাহায্যে সমস্ত যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন, তখন মুসলিমগণের আনন্দের সাথে সাথে তিনিও আনন্দিত হয়েছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর তারিখ ও স্থান সম্পর্কে কোন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)।

*** ৪৭ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। মুসলিম ব্যক্তির জন্য এই দুয়াটি মুখস্ত করা উচিত, এবং সে যখন কোন জায়গায় সফরে ও বাসস্থানে বা অবস্থান স্থলে অবতরণ করবে, তখন তার জন্য এই দুয়াটি পাঠ করাও উচিত।

২। التَّامَّات এর অর্থ হল: পরিপূর্ণ বাণীসমূহ।

৩। এই হাদীসে পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অর্থ হল: পবিত্র কুরআন।

৪। আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহই সৃষ্টি জগতের সমস্ত অমঙ্গল ও বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার সম্বল।

অন্যায়ভাবে ঝগড়া করাটা সদাচারীর স্বভাব নয়

٤٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ: الْأَلَدُّ الْخَصِمُ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث٢٤٥٧، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٥- (٢٦٦٨)، واللفظ للبخاري).

৪৮। নাবী কারীম [ﷺ] এর প্রিয়তমা আয়েশা [رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا] থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [ﷺ] হতে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয় নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: "আল্লাহর কাছে মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত, যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ঝগড়াটে"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৫৭ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫ -(২৬৬৮) তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

*** ৪৮ নং হাদীস বর্ণনাকারীণী সাহাবীয়াহ এর পরিচয় পূর্বে ১২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৪৮ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। সবচেয়ে বেশি ঝগড়াটে বলা যায় সেই ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে বচসা করতে বড্ড পটু।

২। অন্যায়ভাবে ঝগড়া করাটা সদাচারীর স্বভাব নয়।

৩। অন্যায় ঝগড়া মানুষকে বিরক্তি করে বিতাড়িত করে দেয়, এবং মানুষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে।

মুসলিম মহিলাগণের গোপনীয়তা ও সৌন্দর্যের সংরক্ষণ করা অপরিহার্য

٤٩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لاَ تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ؛ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٢٤٠).

৪৯। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ [রাযিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “কোন নারী যেন তার অনাবৃত শরীর অন্য কোন নারীর অনাবৃত শরীরের সাথে না লাগায়; কেননা সে নারী তার স্বামীর সামনে উক্ত নারীর

শারীরিক সৌন্দর্যের বিবরণ এমনভাবে পেশ করবে যে, সে যেন তাকে দেখতে পাচ্ছে"।
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২৪০]

*** ৪৯ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, তিনি ওই সমস্ত সাহাবীদের মধ্যে একজন, যাঁরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সাহাবীগণের মধ্যে মর্যাদা সম্পন্ন ও ফকীহ এবং কুরআন তেলাওয়াতে সর্বোত্তম কারী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে ৮৪৮ টি। রাসূল [ﷺ] এর সাথে সমস্ত যুদ্ধে তিনি যোগদান করেন। রাসূল [ﷺ] এর মৃত্যুবরণের পর শামদেশে ইয়ারমূকের যুদ্ধেও তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ওমার [رضي الله عنه] তাঁকে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা প্রদানের জন্য কূফা শহরে প্রেরণ করেছিলেন। ওসমান বিন আফ্‌ফান [رضي الله عنه] তাঁকে সেখানে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। ওসমান বিন আফ্‌ফান তাঁকে আবার মদীনায় আসতে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি মদীনায় সন ৩২ হিজরীতে ৬০ বছর

বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। এবং মদীনার বিখ্যাত আলবাকী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

*** ৪৯ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীস মুসলিম মহিলাগণকে উপদেশ প্রদান করছে যে, তারা যেন তাদের গোপনীয়তা ও সৌন্দর্যের সংরক্ষণ করে।

২। এই হাদীস মুসলিম পরিবারের পবিত্রতা রক্ষা করার এবং তাতে অমঙ্গলজনক আচরণ সংঘটিত না হয়, তার জন্য যত্নবান হওয়ার মূল বুনিয়াদ।

৩। মুসলিম মহিলাগণের শারীরিক সৌন্দর্যের বিবরণ পরপুরুষের সামনে পেশ করা অনুচিত; কারণ এর দ্বারা মহিলাগণের উপর আকৃষ্ট হওয়ার কারণে অমঙ্গলজনক আচরণ সংঘটিত হতে পারে।

মাদকদ্রব্য সেবন করা বৈধ নয়

٥٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث٢٤٢، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٦٧- (٢٠٠١)، واللفظ للبخاري).

৫০। নাবী কারীম [ﷺ] এর প্রিয়তমা আয়েশা [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [ﷺ] হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: "সকল প্রকার নেশাদায়ক পানীয় দ্রব্য হারাম"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৭ -(২০০১) তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

*** ৫০ নং হাদীস বর্ণনাকারীণী সাহাবীয়াহ এর পরিচয় পূর্বে ১২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৫০ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। মানবীক জরুরি (আশু প্রয়োজনীয়) বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে: সঠিক জ্ঞানের রক্ষণাবেক্ষণ করা।

২। ইসলাম ধর্ম সঠিক জ্ঞানের ক্ষতিকর সমস্ত প্রকার মাদকদ্রব্য সেবন করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ।

৩। সমস্ত প্রকার মাদকদ্রব্য সেবন করাটি হচ্ছে: ধার্মিক, পারিবারিক ও সামাজিক বিচ্ছিনতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ এবং বিভিন্ন প্রকার পাপ সংঘটিত হওয়ারও কারণ।

বিপদ আপতিত হওয়ার সময় ধৈর্যধারণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٥١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا؛ يُصِبْ مِنْهُ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٦٤٥).

৫১। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “আল্লাহ যার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে বিপদ দিয়ে থাকেন”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৬৪৫]

*** ৫১ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৫১ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। এই হাদীস সকল ঈমানদার মুসলিমগণের জন্য মহাসুসংবাদ বহন করে; কেননা আল্লাহ তাদের জন্য কল্যাণই করে থাকেন; কারণ অধিকাংশ সময়ে কোনো না কোনো বেদনা, রোগ এবং দুশ্চিন্তা প্রভৃতি তাদের মধ্যে থাকেই থাকে।

২। ঈমানদার মুসলিমগণ পাপ হতে নিজেদের আত্মা পরিশুদ্ধ করার জন্য এবং তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে উচ্চ করার জন্য বিপদ আপতিত হওয়ার সময় ধৈর্যধারণ করার প্রতি এই হাদীস উৎসাহ প্রদান করে।

৩। বিপদ আপতিত হওয়ার সময় ধৈর্যধারণ করার মাধ্যমে ছোটো পাপ হতে ঈমানদার মুসলিমগণের আত্মা পরিশুদ্ধ করা হয়, আর মহাপাপ [কবিরাহ গুনাহ] মাফ হওয়ার জন্য আন্তরিক তওবা এবং তার শর্তসমূহ বাস্তবায়নের উপর নির্ভরশীল।

পানাহারের কিছু আদবকায়দার বিবরণ

٥٢- عَــنْ أَبِــيْ هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللّــهُ عَنْــهُ عَــنِ النَّــبِيِّ صَــلَّى اللّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: "إِذَا أَكَــلَ أَحَــدُكُمْ فَلْيَلْعَــقْ أَصَــابِعَهُ؛ فَإِنَّــهُ لاَ يَــدْرِيْ فِــيْ أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ١٣٧- (٢٠٣٥)).

৫২। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [ﷺ] হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে হতে কোন ব্যক্তি যখন খাবে, তখন যেন সে তার আঙ্গুলগুলি চেটে খায়; কেননা সে তো জানে না যে, কোন খাবারে বরকত (কল্যাণকর বা মঙ্গলদায়ক বস্তু) রয়েছে”। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৭ -(২০৩৫)]

*** ৫২ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৫২ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীসের মধ্যে পানাহারের কিছু আদব-কায়দার (নিয়ম নীতির) বিবরণ রয়েছে, যেমন খাওয়াদাওয়ার শেষে আঙ্গুলগুলি চেটে খাওয়া।

২। খাদ্য দ্রব্য নষ্ট এবং অপচয় করা হতে এই হাদীস সতর্ক করে, যদিও তা অল্প হয়; কেননা এটা তো হচ্ছে আল্লাহর কৃতজ্ঞতার বিপরীত আচরণ।

৩। এই হাদীসে খাবারের মধ্যে যে বরকত এর কথা রয়েছে, তার অর্থ হল: যে দ্রব্যের দ্বারা পুষ্টিকর খাদ্য হাসিল হয়ে থাকে এবং আল্লাহর আনুগত্যের জন্য শরীরকে শক্তি দান করে থাকে, তাকেই বরকত ("الْبَرَكَةُ" কল্যাণকর বা মঙ্গলদায়ক বস্তু) বলা হয়।

অসৎ আচরণ হতে সতর্কীকরণ

٥٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقٌّ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ".

(سنن النسائي، رقم الحديث ٥٦٧٢، قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: صحيح).

৫৩। আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র্ [رضي الله عنهما] থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [ﷺ] হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: "উপকার করার পর উপকারের খোঁটাদানকারী, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং তাদের সাথে অসৎ আচরণকারী ও মদ্যাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না"।

[সুনান্ নাসায়ী, হাদীস নং: ৫৬৭২, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন] ।

*** ৫৩ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আব্দুল্লাহ বিন আম্র্ ইবনুল আস্ আল্ কোরাশী আস্সাহ্মী একজন সম্মানিত সাহাবী, তিনি তাঁর পিতা আম্র্ ইবনুল আস্ [رضي الله عنهما] এর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সাহাবীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ আলেম এবং ইবাদত ও পরহেজগারিতায় ছিলেন অনুকরণীয় সাহাবী। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে ৭০০ টি।

তিনি রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর সাথে অনেকগুলি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপরিচালনার দিক দিয়ে এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ দক্ষতা রাখতেন; তাই মোয়াবিয়া [رضي الله عنه] তাঁকে কূফা শহরের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য।

তিনি মিশর দেশে জামে আল্ ফুস্তাতে আম্র্ ইবনুল আস্ মসজিদে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] হতে হাদীস বর্ণনা করতেন; তাই

তাঁর কাছ থেকে মিশর, শামদেশ এবং মক্কা-মদীনার বহু শিষ্য হাদীসের জ্ঞানার্জন করেছেন।

তিনি মিশরে সন ৬৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং (বিপজ্জনক পরিস্থিতির কারণে) তাঁর ঘরেই তাঁকে দাফন করা হয়। এই বিষয়ে অন্য উক্তিও রয়েছে। সুতরাং বলা হয়েছে যে, তিনি শামদেশে অথবা মক্কা শহরে মৃত্যুবরণ করেছেন।

*** ৫৩ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। উপকার করার পর উপকারের খোঁটা দেওয়া, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং তাদের সাথে অসৎ আচরণ ও মদ্যপান করা, মহাপাপসমূহের [কবিরাহ গুনাহসমূহের] অন্তর্ভুক্ত।

২। উপকার করে তার খোঁটা দেওয়া, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং তাদের সাথে অসৎ আচরণ ও মদ্যপান করা হতে সতর্ক করে এই হাদীস।

৩। উপকার করে তার খোঁটা দেওয়া, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং তাদের সাথে অসৎ আচরণ করা ও মদ্যপায়ী হওয়া, এই

দুনিয়া ও পরকালে কষ্টকর এবং যন্ত্রণাদায়ক জীবন লাভ করার উপাদান। তাই এই সব মহাপাপ [কবিরাহ গুনাহসমূহ] বর্জন করা এবং এইগুলি থেকে অতিসত্তর তওবা করা অপরিহার্য বা ওয়াজিব।

জামাআতে হালকা নামাজ আদায় করার প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার

٥٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَذَا الْحَاجَةِ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ١٨٥- (٤٦٧)، وصحيح البخاري، رقم الحديث ٧٠٣، واللفظ لمسلم).

৫৪। আবু হুরায়রাহ [﵁] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “যখন তোমাদের মধ্যে হতে কোন ব্যক্তি ইমামতী করবে, তখন সে যেন হালকা করে নামাজ আদায় করে; কারণ মানুষের মাঝে দুর্বল, অসুস্থ এবং জীবনযাত্রার প্রয়োজনের কোনো কাজে জড়িত কোন লোক থাকতে পারে”।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৫ -(৪৬৭), এবং সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭০৩, তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে]।

*** ৫৪ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৫৪ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। ইমামের উপর এটা ওয়াজিব যে, সে যেন তার সাথে নামাজ আদায়কারী লোকজনের বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থির দিকে নজর রাখে।

২। সম্ভবপর হলে অধিকাংশ সময়ে মানুষের জন্য হালকা করে নামাজ আদায় করার প্রতি এই হাদীস উৎসাহ প্রদান করে।

৩। মানুষ বিভিন্ন অবস্থায় অধিকাংশ সময়ে নানারোগে, নানাকাজে এবং জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ের সাথে জড়িত থাকে।

জামাআতের সহিত নামাজ আদায় করার পদ্ধতি

٥٥- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكْمِلُهَا.

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٧٠٦، وصحيح مسلم، رقم الحديث ١٨٨- (٤٦٩)، واللفظ للبخاري).

৫৫। আনাস [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী কারীম [ﷺ] নামাজ হালকা করে পূর্ণভাবে আদায় করতেন।
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭০৬, এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৮ -(৪৬৯), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

*** ৫৫ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৫৫ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। ইসলাম একটি সহজ ধর্ম; সুতরাং জামাআতের সহিত নামাজ আদায় করার বিষয়টি যেন, জটিলতা কিংবা কঠোরতার একটি কারণ না হয়ে দাড়ায়।

২। জামাআতের সহিত নামাজ আদায়কারী লোকজনের বিভিন্ন পরিস্থির দিকে নজর রাখার প্রতি, এবং তাদের সাথে বিরক্তিকর পদ্ধতিতে সাধারণভাবে নামাজ লম্বাকরে আদায় না করার প্রতি, এই হাদীস উৎসাহ প্রদান করে।

৩। জামাআতের সহিত নামাজ আদায় করার সময়, অথবা একাকী নামাজ পড়ার সময়, নামাজে একাগ্রতা বজায় রাখা ওয়াজিব।

ইসলাম ধর্মের মধ্যে নতুন কোনো বিষয় ধর্মের কর্ম হিসেবে সংযুক্ত করা বৈধ নয়

٥٦- عَـــنْ عَائِشَـــةَ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَنْهَـــا قَالَـــتْ: قَـــالَ رَسُـــوْلُ اللهِ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ: "مَـــنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ".

(صـحيح البخـاري، رقـم الحـديث ٢٦٩٧، وأيضـاً: صحيح مسلم، رقم الحديث ١٧- (١٧١٨)).

৫৬। নাবী কারীম [ﷺ] এর প্রিয়তমা আয়েশা [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাসূল [ﷺ] বলেছেন: বলেছেন: “যে ব্যক্তি আমাদের এই ইসলাম ধর্মের মধ্যে এমন নতুন কোনো বিষয় ধর্মের কর্ম হিসেবে সংযুক্ত করবে, যে বিষয়টি ধর্মের অংশ নয়, তাহলে সে বিষয়টি পরিত্যাজ্য”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৯৭, এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭ - (১৭১৮)]।

*** ৫৬ নং হাদীস বর্ণনাকারীণী সাহাবীয়াহ এর পরিচয় পূর্বে ১২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৫৬ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। ইসলাম ধর্মের মধ্যে নতুন কোনো বিষয় ধর্মের কর্ম হিসেবে সংযুক্ত করা হারাম।

২। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম; তাই এই ধর্মের কোনো একটি বিষয়ে কিছু কম কিংবা বেশি করার অবকাশ নেই।

৩। ইসলাম ধর্মের মধ্যে নতুন কোনো বিষয় ধর্মের কর্ম হিসেবে সংযুক্ত করাটা, মুসলিমগণের অধপতনের একটি কারণ; কেননা এটা তাদেরকে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম থেকে দূরীভুত করে দেয়।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করা হারাম

٥٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ".

(سنن أبي داود، رقم الحديث ٣٢٥١، وجامع الترمذي، رقم الحديث ١٥٣٥، واللفظ لأبي داود، قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: صحيح).

৫৭। আব্দুল্লাহ বিন ওমার [رضي الله عنهما] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ [ﷺ] কে বলতে শুনেছি, তিনি

বলেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করবে, সে ব্যক্তি শির্কের পাপে আপতিত হবে”।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২৫১, এবং জামে’ তিরমিযী, হাদীস নং ১৫৩৫, তবে হাদীসের শব্দগুলি সুনান আবু দাউদ থেকে নেওয়া হয়েছে, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

*** ৫৭ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৭ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৫৭ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করা হতে এই হাদীস সতর্কবাণী বহন করে।

২। আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করার পাপগুলো সব চেয়ে বেশি জঘন্য।

৩। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করবে, সে ব্যক্তির তওবা করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

ওয়ালিমার দাওয়াত গ্রহণ করা উচিত

٥٨- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ؛ فَلْيأْتِهَا".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٥١٧٣، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٩٦- (١٤٢٩)، واللفظ للبخاري).

৫৮। আব্দুল্লাহ বিন ওমার [رضي الله عنهما] হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে হতে যখন কোন ব্যক্তিকে ওয়ালিমার দাওয়াত দেওয়া হবে, তখন যেন সে উক্ত দাওয়াত কবুল করে"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫১৭৩, এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৬ -(১৪২৯), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

*** ৫৮ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৭ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৫৮ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। একজন মুসলিম ব্যক্তির হক (অধিকার) অন্য একজন মুসলিম ব্যক্তির উপর হচ্ছে এই যে, সে যখন তাকে দাওয়াত প্রদান করবে, তখন তাতে যদি শরীয়ত বিরোধী কোনো বস্তু না থাকে, তাহলে তার দাওয়াত গ্রহণ করা উচিত।

২। একজন মুসলিম ব্যক্তির আনন্দে অন্য একজন মুসলিম ভাইয়ের অংশ গ্রহণের প্রতি, এই হাদীস উৎসাহ প্রদান করে।

৩। একজন মুসলিম ব্যক্তির আনন্দে অন্য একজন মুসলিম ভাইয়ের অংশ গ্রহণ, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধন মজবুত করে।

ঈমানদার মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে

٥٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيْمَانُ فِيْ الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِيْ النَّارِ".

(جامع الترمذي، رقم الحديث ٢٠٠٩، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: صحيح).

৫৯। আবু হুরায়রাহ [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "লজ্জা বোধ করা ঈমানের অন্যতম একটি অংশ, ঈমানদার মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে, আর অশ্লিল ভাষা ব্যবহার করা, দুর্ব্যবহারের অন্যতম একটি অংশ, এবং দুর্ব্যবহারের মানুষ জাহান্নামের ভীষণ আগুনে প্রবেশ করবে"।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২০০৯, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্‌আল্‌বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

*** ৫৯ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৫৯ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। লজ্জা বোধ করাটা হচ্ছে: ঈমানের ফলাফল, এবং ঈমানের কারণে মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

২। অশ্লিল ভাষা ব্যবহার করাটা হচ্ছেঃ দুর্ব্যবহারের ফলাফল, এবং দুর্ব্যবহারের কারণে মানুষ জাহান্নামের ভীষণ আগুনে প্রবেশ করবে।

৩। লজ্জা বোধ করার গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রতি এই হাদীসটি উৎসাহ প্রদান করে; কারণ এটা হচ্ছে ঈমানের একটি পরিণাম।

৪। অশ্লিল ভাষা ব্যবহার করা হতে এই হাদীস সতর্কবাণী বহন করে; কারণ এটা হচ্ছে দুর্ব্যবহারের একটি পরিণতি।

৫। "اَلْحَيَاءُ" লজ্জা বোধ করার অর্থ হল: কোন বিষয়ে মনের মধ্যে সংকুচিত হওয়া ও নিন্দার ভয়ে সেই বিষয়টি পরিত্যাগ করা।

"الْبَذَاءُ" অশ্লিল ভাষা ব্যবহার করার অর্থ হল: অশালীন আচরণ অবলম্বন করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা, নিন্দা করা ও তুচ্ছ জ্ঞান করা।

" الْجَفَاء" দুর্ব্যবহারের অর্থ হল: এমন আচরণ অবলম্বন করা যার মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই।

কিয়ামত সংঘটিত হবে পাপাত্মাদের উপর

٦٠- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُوْلُ: اَللّٰهُ، اَللّٰهُ".

(صحيح مسلم، تابع لرقم الحديث ٢٣٤- (١٤٨)).

৬০। আনাস [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “এই দুনিয়াতে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মানুষ আল্লাহ! আল্লাহ! বলতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না”।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৪ - (১৪৮) এর অধীনে]

*** ৬০ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৬০ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে এমন পাপিষ্ঠদের উপর, যাদের অন্তরে ঈমান থাকবে না এবং মুখে ন্যায্য কথা থাকবে না।

২। "اَللّٰهُ، اَللّٰهُ " "আল্লাহ! আল্লাহ"! এই মহামহিম শব্দের অর্থঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ) অর্থাৎ: মহামহিমান্বিত পরাক্রমশালী আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য (মাবুদ) নেই।

৩। "اَللّٰهُ " "আল্লাহ" শব্দটি অতিশয় মহিমাপূর্ণ, অতিশয় সুন্দর; তাই সুমহান অস্তিত্বশীল কেবল মাত্র পবিত্র আল্লাহ তায়ালা।

وصلى الله على رسوله محمد وسلم، وعلى آله وأصحابه، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

অর্থ: মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসরণকারীগণকে অতিশয় সম্মান ও শান্তি প্রদান করুন। সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৬
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	১২
অনুবাদের পদ্ধতি	১৬
আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতা	১৭
জটিলতা দূরীকরণ	২১
মিথ্যা কথা বলা হারাম	২৪
দরূদ পাঠ করার পদ্ধতি ও মর্যাদা	২৬
বদ্ধজলায় প্রস্রাব-পায়খানা করা হারাম	৩১
জামাআতের ফরজ নামাজ বাদ দিয়ে সুন্নাত বা নফল নামাজে রত হওয়া বৈধ নয়	৩৩
ইসলাম একটি সহজ ও উদার ধর্ম	৩৫
পূর্ণভাবে ওযূ করার প্রতি গুরুত্ব	৩৮

দেওয়া অপরিহার্য	
মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ	৪০
খাবারের সম্মান করা দরকার	৪২
গালি দেওয়া হারাম	৪৪
সম্মানিত কাজ ডান হাত দ্বারা সম্পাদন করা উচিত	৪৬
পরামর্শদাতা সঠিক পরামর্শ না দিয়ে ধোঁকা দেওয়া অবৈধ	৪৯
প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে অকারণে বিলম্ব করা হারাম	৫১
মহাগুরুত্বপূর্ণ দুইটি পবিত্র কালেমা	৫৩
জান্নাতে প্রবেশের আগ্রহীর কর্তব্য	৫৬
পেশাব-পায়খানা করার সময় পঠনীয় দোয়া	৫৮
ইসলাম সৌন্দর্যের ধর্ম	৬১
মুসলিম ব্যক্তিকে অন্তর থেকে ভালবাসা অপরিহার্য	৬৩

বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান	৬৫
পানাহারের আদবকায়দা	৬৭
আজান শ্রবণকারী মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য	৬৯
দোয়ার আদবকায়দা	৭২
মরণাপন্ন ব্যক্তিকে কালেমা স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত	৭৪
ফরজ নামাজ জামাআতের সহিত আদায় করার মর্যাদা	৭৭
কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করা উচিত নয়	৭৯
আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য মানত করা অবৈধ	৮১
আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর ভালবাসার বিবরণ	৮৩
শবে কাদারের (লাইলাতুল কাদারের) মর্যাদা	৮৫
অন্যের জন্য অসাক্ষাতে দোয়া	৮৭

করার মর্যাদা	
আত্মহত্যা করা একটি মহাপাপ	৯০
সঠিক পন্থায় হজ্জ পালনের মর্যাদা	৯২
উপহারের বিনিময়ে উপহার প্রদানের বিবরণ	৯৪
ইসলাম ধর্মে সচ্চরিত্রের মর্যাদা	৯৬
কোনো সঠিক ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তিকে ফাসেক কিংবা কাফের বলে আখ্যাত করা উচিত নয়	৯৮
মুসলিম ব্যক্তির রক্তপাত ও ধনসম্পদ অপহরণ এবং সম্মাননাশ করা হারাম	১০১
সূর্যাস্তের পরে পরেই রোজা ইফতার করা উচিত	১০৪
দান অথবা উপহার প্রত্যাহার করা অনুচিত	১০৬
উদারচিত্তের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য	১০৯
রমাজানের এক দিন অথবা দুই দিন আগে থেকে রোজা রাখা	১১১

নিষিদ্ধ	
কালেমা তয়্যিবার মর্যাদা	১১৩
দুমুখো ব্যক্তি ঘৃণিত	১১৭
পথের যন্ত্রণাদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলার মর্যাদা	১২০
আল্লাহর গজব (ক্রোধ) অপেক্ষা তাঁর করুণা প্রবল	১২২
ইসলাম ধর্মে মুসলিম মহিলার মর্যাদা	১২৪
নিজের পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালন করা অপরিহার্য	১২৭
বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার সম্বল	১২৯
অন্যায়ভাবে ঝগড়া করাটা সদাচারীর স্বভাব নয়	১৩২
মুসলিম মহিলাগণের গোপনীয়তা ও সৌন্দর্যের সংরক্ষণ করা অপরিহার্য	১৩৪
মাদকদ্রব্য সেবন করা বৈধ নয়	১৩৭

বিপদ আপতিত হওয়ার সময় ধৈর্যধারণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান	১৩৯
পানাহারের কিছু আদবকায়দার বিবরণ	১৪১
অসৎ আচরণ হতে সতর্কীকরণ	১৪৩
জামাআতে হালকা নামাজ আদায় করার প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার	১৪৬
জামাআতের সহিত নামাজ আদায় করার পদ্ধতি	১৪৯
ইসলাম ধর্মের মধ্যে নতুন কোনো বিষয় ধর্মের কর্ম হিসেবে সংযুক্ত করা বৈধ নয়	১৫১
আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করা হারাম	১৫৩
ওয়ালিমার দাওয়াত গ্রহণ করা উচিত	১৫৫
ঈমানদার মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে	১৫৭

কিয়ামত সংঘটিত হবে পাপাত্মাদের উপর	১৬০
সূচীপত্র	১৬৩